হোয়াইট হাউসের কাছে গাজা যুদ্ধবিরোধী ‘রেড লাইন’ বিক্ষোভ

সারে-জমিন

আল-আমীনের সাহিদ জেইই অ্যাডভান্সেও অনন্য

রূপসী বাংলা

লোকসভা নির্বাচনে কার হল জিত, কার হল হার

সম্পাদকীয়

ওবিসি রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করবে যুব ফেডারেশন

সাধারণ

ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার দুইয়ে দুই

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১০ জুন, ২০২৪
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৩ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 157 ■ Daily APONZONE ■ 10 June 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ভোটের পর রাজনৈতিক হিংসার শিকার ফের সেই মুসলিমরাই!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভোট পরবর্তী হিংসা ফের মাথা চাড়া দিল। হিংসার শিকার হলেন সেই মুসলিমরাই। অবশ্য ঘাতক হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারাও মুসলিম সম্প্রদায়ের। এক কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল শাসক দল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচক থানার গোপালপুর অঞ্চলের জেসারতটোলা এলাকায়। জানা গেছে, নিহত কংগ্রেস কর্মীর নাম আকমাল সেখ। তার পরিবারবর্গ সহ স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে সন্ত্রাসের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস কর্মীদের ধরে ধরে হুমকি দিচ্ছিল এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ, যা শনিবার রাতে চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর চাকরি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করে ধরমপুর স্ট্যান্ড থেকে বাইকে করে কংগ্রেস কর্মী আকমল শেখ ও তার সঙ্গী গোপালপুরে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তার মাঝে ফাঁকা আম বাগানে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁদের আটকে রাস্তা থেকে ভেতরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বাইক চালককে মারধর করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস কর্মী আকমল শেখকে আম বাগানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে শাবল দিয়ে পায়ে আঘাত করে দুষ্কৃতীরা। পরে হাঁসুয়া দিয়ে নৃশংসভাবে কোপানো হয়। বাইক চালক সবাইকে খবর দিলে দুষ্কৃতীরা তখন এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আকমলকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আকমল শেখের বাবার অভিযোগ, গোপালপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাম্মদ নাসিরের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। তবে তৃণমূল নেতা মহম্মদ নাসির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের বা তৃণমূলের কোনও যোগাযোগ নেই। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। এলাকার পরিস্থিতি এখন থমথমে।

তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে মোদি, শপথ ৩০ পূর্ণমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: টানা তৃতীয় মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদি। রবিবার সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের আঙিনায় এই শপথ গ্রহণ হয়। নরেন্দ্র মোদিকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের প্রায় আট হাজার বিশিষ্টজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অতিথিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন।

মোদি ছাড়াও রাষ্ট্রপতি ভবনে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, নিতিন গড়করি, নির্মলা সীতারামন এবং এস জয়শঙ্কর। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মোদি এবং ৩০ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করান।

সাদা কুর্তা ও চুড়িদার ও নীল চেক জ্যাকেট পরে ঈশ্বরের নামে শপথ নেন ৭৩ বছর বয়সি মোদি। জওহরলাল নেহরুর পর মোদী হলেন দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি টানা তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হলেন। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে তারা সেই শরিকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যাদের সাংসদরাও ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন - জেডি (এস) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী, এইচএএম (সেকুলার) প্রধান জিতন রাম মাঝি, জেডি (ইউ) নেতা রাজীব রঞ্জন সিং ‘লালান’, টিডিপির কে রামমোহন নাইডু এবং এলজেপি-আরভি নেতা চিরাগ পাসোয়ান। এই পাঁচ জোটের প্রত্যেকেই একটি করে ক্যাবিনেট বার্থ পেয়েছিল। কুমারস্বামী এবং মাঝি যথাক্রমে কর্নাটক এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপির সভাপতি জে পি নাড্ডা পাঁচ বছর পর মন্ত্রিসভায় ফিরেছেন। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর মোদী মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ।

বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং ভূপেন্দ্র যাদব, যাঁরা আগে রাজ্যসভায় ছিলেন, কিন্তু এখন লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন, তারাও মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন।

আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, অশ্বিনী বৈষ্ণব, বীরেন্দ্র কুমার, প্রহ্লাদ যোশী, গিরিরাজ সিং, জুয়াল ওরাম, গুজরাট বিজেপি সভাপতি সি আর পাতিল, মনসুখ মাণ্ডব্য, জি কিষাণ রেড্ডি, হরদীপ সিং পুরি, বিজেপি থেকে কিরেন রিজিজু, অন্নপূর্ণা দেবী এবং গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে মোদি মনোনীত মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেন, জনগণের বিশাল প্রত্যাশা রয়েছে এবং প্রত্যেককেই তা পূরণ করতে হবে। তাই মোদির পরামর্শ, নম্র হোন, কারণ সাধারণ মানুষ তাদেরই ভালবাসেন এবং সততা ও স্বচ্ছতার প্রশ্নে কখনও আপস করেন না।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, টিডিপি সভাপতি চন্দ্রবাবু নাইডু এবং জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার। এদিনের এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। যদিও অংশ নেননি তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি। এছাড়া শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান, রজনীকান্ত, শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি ও গৌতম আদানি। মোদির তৃতীয় মেয়াদ, যা সর্বদা নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছিল বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষায়। উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো তার শক্ত ঘাঁটিগুলিতে বিজেপিকে ইন্ডিয়া জোট কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলে দেওয়ায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি।

বিজেপি ২৪০টি আসন লাভ করে সবার শীর্ষে থাকলেও তাদের শরিক দলগুলির উপর নির্ভর করেই সরকার গড়তে হচ্ছে। কংগ্রেস বিজেপির এই আসন হ্রাসকে “নৈতিক পরাজয়” হিসাবে উপস্থাপন করছে। ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস একাই ৯৯টি আসন পেয়ে বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে। যদিও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বিহারের দুই নির্দল সাংসদও। ২০২৪ নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন জিতেছে। মোদি এটাকে সবচেয়ে বড় সাফল্য দাবি করে বলেছেন, বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও একক বৃহত্তম দল।

এদিনের শপথ গ্রহণ নুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দহল ‘প্রচণ্ড’, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রভিন্দ কুমার জুগনাথ, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে এবং সিশেলসের ভাইস প্রেসিডেন্ট আহমেদ আফিফ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করতে মারধর হিমাচল প্রদেশে

আপনজন ডেস্ক: হিমাচল প্রদেশের বাঙ্গানা শহরে বজরং দল, শিবসেনা ও বিজেপির লোকজন মহম্মদ উমর কুরেশি নামে এক মুসলিম বিক্রেতাকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী জনতা মারধর করে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করল। কুরেশির অভিযোগ, বজরং দল, শিবসেনা ও বিজেপির লোকজন তাকে মারধর করে এবং তার কাছে থাকা টাকা লুঠ করে। তারপর জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করে। আক্রান্ত ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের মিরাটের বাসিন্দা, যিনি রাস্তায় ফেরি করে জিনিস বিক্রি করতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে নিজের এই অত্যাচারের শিকারের কথা জানিয়েছেন তিনি।

ভিডিওতে তাকে বলতে দেখা যায়, বজরং দল ও শিবসেনার বাহিনী আমাকে মারধর করেছে। বিজেপির কর্মীরাও এই দলে ছিলেন। আমি কাপড় বিক্রি করতে গেলে তারা আমাকে বিনা কারণে মারধর করে। তারা আমাকে আমার আধার কার্ড এবং অনুমতি পত্র দেখাতে বলেছিল। সেগুলি দেখাই। তারপরও তারা আমাকে মারধর করে। কুরেশির অভিযোগ, তাকে একটি গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে একটি বন্ধ দোকানে ১০-১৫ জন লোক মারধর করে এবং তার জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে। তিনি মুসলিম জানার পরে তারা তাকে মারধর করেছিল। কুরেশির অভিযোগ, তিনি থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তার অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

তিনি বলেন আক্রমণকারীরা বলেছে পুলিশ এবং রাষ্ট্রের সরকার তাদের পকেটে রয়েছে। এখন কেন্দ্রে তাদের সরকার গঠিত হয়েছে এবং তারা মুসলিমদের থাকতে দেবে না।

কুরেশির আরও অভিযোগ, তাকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করা হয়েছিল। তার হাত ভেঙে দেওয়া এবং পাঁজর ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত তারা তাকে মারধর করতে থাকে। কুরেশি বলেন, অত্যাচারের কাছে মাথা নত করব না। আমি চাই বঙ্গনা শহরের পুলিশ আক্রমণকারদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করুক। কুরেশি ভিডিওতে বলেন, যেহেতু পুলিশ স্পষ্টভাবে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে অস্বীকার করেছে, তাই আমি ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আমার ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করেছি। ভিডিওতে জানা, ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে লোকেরা হিমাচল প্রদেশ পুলিশকে ট্যাগ করে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়।

প্রথম নজর

মারা গেলেন নন্দীগ্রাম বোমা বিস্ফোরণের এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: ভোটের রেজাল্ট বের হওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে বোমা ফেটে জখম হয়েছিলেন তিন জন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হল তমলুক হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে। মৃতের নাম তপন ঢালি। জানা যাচ্ছে, সেদিন নন্দীগ্রামের টাকাপুরা এলাকায় বোমা ফেটে জখম হয়েছিলেন গোকুল বেরা,শুভাশিস গায়েন ও তপন ঢালি। তৃণমূলের অভিযোগ, সেখানে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল, তখনই আচমকা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পর জখমদের দ্রুত এলাকা থেকে বের করে কোনও হাসপাতালে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদিকে বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনার পর থেকেই তৃণমূল শিবির থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। দুর্ঘটনার পর থেকে আহত তিনজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে জানা যায়, ওই তিনজনের মধ্যে তপন ঢালিকে তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রাখা হয়েছিল হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে। হাসপাতাল সূত্রে খবর,রবিবার সকাল ৬টায় হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছে তপন ঢালির। মৃতের দেহ ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে খবর।

দুটি বাইকের সংঘর্ষ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর থানার অন্তর্গত সিয়ান মোল্লাডাঙ্গায় দুটো বাইকে মুখোমুখি সংঘর্ষ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দূত গতিতে আসা বাইক একে অপরকে ধাক্কা মারে এবং বাইক আরোহী দুজনেই রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা এসে দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হসপিটালে নিয়ে যান সুচিকিৎসার জন্য। দুজনেই আহত হসপিটালে ভর্তি। একজনের অবস্থা গুরুতর তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাওয়া হয়। এই বাইক দুর্ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাস্থলে বোলপুর থানার পুলিশ।।

বৈদ্যুতিক খুঁটি রেখেই ফ্লাইওভার ও জাতীয় সড়কের কাজ চলছে

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সার্ভিস রোডের ধারে একজোড়া লোহার বিদ্যুতিক খুটি রেখেই চলছে ফ্লাই ওভার ও জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ।এতে চলাচলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যানবাহন ও পথচারীরা।বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।বিদুৎতিক খুঁটি দুটি সরানোর উদ্যোগ নেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের।সম্প্রতি এমনই চিত্র দেখা গেছে হরিশ্চন্দ্রপুর গামী নব নির্মিত ৩১ নং জাতীয় সড়কে ভবানীপুর নির্মীয়মান ফ্লাই ওভারের পাশে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,হরিশ্চন্দ্রপুর গামী ৩১ নং জাতীয় সড়কের উপরে ভবানীপুর চৌরাস্তার মোড়ে তৈরি হচ্ছে ফ্লাই ওভারের কাজ।যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে ফ্লাই ওভারের দুই পাশে করা হচ্ছে পাকা সার্ভিস রোড।বর্তমানে কাজ চলছে।ফ্লাই ওভারের দক্ষিণ পাশে পুরনো ৮১ নং জাতীয় সড়কটি কে সার্ভিস রোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।কিন্তু সেই সার্ভিস রোডের গা ঘেঁষে রয়েছে একজোড়া লোহার বিদ্যুতিক খুটি।পাঁচ বছর আগে রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য রাস্তার দুই পাশে কয়েকহাজার গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।তবে রয়ে গেছে রাস্তার গা ঘেঁষে বিদ্যুতের খুঁটি দুটি।এতে যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে অনাঙ্খিত দুর্ঘটনা। খুঁটিগুলো সরানো না হলে যেকোন সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন যানবাহন চালক ও স্থানীয়রা।এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয় ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল,কলেজ। অপরদিকে হাসপাতাল,ব্যাঙ্ক ও থানা এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন এলাকার হাজার হাজার মানুষ।পিক আপ চালক মহম্মদ নুরুদ্দিন বলেন,এই বিদ্যুৎতিক খুটি দুটির কারণে একসঙ্গে দুটি যানবাহন পারাপার করতে পারে না।রাতে খুঁটিতে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।তাই দুর্ঘটনা এড়াতে এই খুটি দুটি সরানো খুবই জরুরি।মালদহ ডিভিশনের জাতীয় সড়কের সহকারী বাস্তুকার দিগন্ত কুন্ডু বলেন,অধিগ্রহণ করা জমির উপরে জাতীয় সড়ক ও ফ্লাই ওভারের কাজ চলছে।এলাকার জমির মালিকরা সেই খুটি দুটি জমিতে বসাতে দিচ্ছে না।তাই এতদিন ধরে এইভাবে খুঁটি দুটি রয়ে গেছে।জমি মালিকদের সঙ্গে শিঘ্রই আলোচনা করে খুটি দুটি সরানো হবে।

সল্টলেকে বাঙালির পুনর্দখলে মাছ-ভাত উৎসব ‘বাংলা পক্ষ’র

নুরুল ইসলাম খান ● সল্টলেক

আপনজন:বাঙালির অনেক স্বপ্ন নিয়ে সল্টলেক তৈরি করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। কিন্তু সেটা আজ বহিরাগতদের দখলে !

বাঙালির ঘর-বাড়ি, জমি, ফুটপাথ, খেলার মাঠ সহ সবকিছুই দখল হয়ে গেছে। বাঙালির মাছ-ভাত কেড়ে নিরামিষ চাপিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য কাজও করছে বহিরাগতরা। বারবার সল্টলেকে আক্রান্ত হচ্ছেন বাঙালি।

সেই প্রতিরোধ গড়তে রবিবার সল্টলেকের বিএফ ব্লকের সুইমিং পুলের পাশে বিশাল মাছ-ভাত উৎসব করল বাংলা পক্ষ। মাছ ভাত, ডাল, সব্জি ও দই মিষ্টিতে জমে ওঠে এই উৎসব। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।এই গরম উপেক্ষা করেও সল্টলেকের প্রচুর বাঙালি মাছ-ভাত উৎসবে যোগ দেয়। কোনো হিংসা বা হানাহানি না। বাংলার মাটিতে এভাবেই মাছে-ভাতে প্রতিরোধ হবে বলে জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক গর্গ চ্যাটার্জী। সল্টলেকের বাঙালিকে

ঐক্যবদ্ধ করতে আগামীতেও নানা অভিনব কর্মসূচী নেবে বলে বাংলা পক্ষ জানিয়েছে।

নিউ টাউন, দমদম এবং কলকাতার নানা আবাসনেও এই ধরণের কর্মসূচী নিতে চলেছে সংগঠনটি। এই উৎসবে প্রবল গরমে প্রায় ৫০০-৬০০ বাঙালি এই মাছ-ভাত উৎসবে যোগ দেয়। ভিড় জমিয়েছিলেন প্রচুর অবাঙালিও ।

উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনন মন্ডল এবং এমডি সাহীনা উত্তর চব্বিশ পরগনা শহরাঞ্চল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক পিন্টু রায়ের উদ্যোগেই আজকের এই ঐতিহাসিক মাছ-ভাত উৎসব হল।

সাংসদ হয়েই বর্ধমান দুর্গাপুরে মাঠে নেমে পড়লেন কীর্তি আজাদ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ ।তিনি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভগবত ঝা আজাদের পুত্র ।পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ ।অনেকদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন কীর্তি আজাদ। বর্ধমান দুর্গাপুরে জয়লাভ করেই মাঠে নেমে পড়লেন এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। বর্ধমানের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক সমস্যা হচ্ছে তালিত রেলগেট। এই রেলগেটে আটকে থেকে বহু মানুষ বিপদে পড়েছে বহু রোগী মারা গেছেন আটকা পরে । এখানে ফ্লাইওভার করা খুব জরুরী জানালেন কীর্তি আজাদ । যখন নির্বাচনে প্রচার করছিলেন তখন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাকে

জানিয়েছেন বলে জানালেন । এই কয়েকদিন হয়েছে নির্বাচন শেষ হয়েছে , আজ তালিত রেলগেট পরিদর্শন করে কীর্তি আজাদ বলেন ন্যাশনাল হাইওয়ে ও রেলে কর্তৃপক্ষের মধ্যে দড়ি টানাটানির ফলে এই ফ্লাইওভারটি আটকে আছে এর জন্য তিনি পার্লামেন্টে এই সমস্যা নিয়ে দরবার করবেন। যাতে দ্রুত সমস্যার সমাধান হয় তারও চেষ্টা করবেন ।এর আগের এমপি এই লোকসভার জন্য কোন কিছুই করেননি ।বিজেপি সাধারণ মানুষের জন্য কোনো কাজ করেনি। তিনি বর্ধমানের সাই কমপ্লেক্স কালনা গেট সহ যে সমস্যা গুলি আছে সেই সমস্যাগুলো অবিলম্বে সমাধান করার চেষ্টা করবে বলে জানান সাংবাদিকদের। কীর্তি আজাদ আরো বলেন যে তিনি বাড়িতে বসে থাকার সাংসদ নয় আর পালিয়ে যাবার লোকও তিনি নন ।এই এলাকার মানুষ তাকে আশীর্বাদ করেছে তার প্রতিদান তিনি দেবেন তিনি এই এলাকায় পড়ে থেকে মানুষের কাজ করে যাবেন। আজকের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ মালিক ,বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান কাকলি গুপ্ত তা, তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উচ্চমাধ্যমিকে সপ্তম আল-আমীনের সাহিদ জেইই অ্যাডভান্সেও অনন্য রেজাল্ট করল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী হোক বা সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা গোগ্রাসে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক গল্প উপন্যাসের অধিকাংশই তার পড়া। তবলা ও গীটার বাজানোও তার শেখা আছে। কিন্তু এগুলি সবই মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে অর্থাৎ ক্লাস নাইন পর্যন্তই করতে পেরেছে। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর থেকে এগুলোর প্রায় সব কিছুই ছেড়ে দিতে হয়। তবে আল-আমীনের হস্টেল থেকে ছুটিতে বাড়ি গেলে তার প্রিয় শখ তবলা ও গীটার নিয়ে এক আধবার বসে পড়ত মহ. সাহিদ।

আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জেইই অ্যাডভান্সের সদ্য প্রকাশিত রেজাল্টে সর্বোচ্চ স্থানে আছে ব্যতিক্রমী মেধাবী সাহিদ। তার সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ২৩৭২। হুগলী জেলার আরামবাগ থানার নজরুল পল্লীর সাহিদের পরিবারের পাশাপাশি আল-আমীন মিশনেও স্বভাবতই আজ খুশির পরিবেশ। জেইই মেইন থেকে জেইই অ্যাডভান্স পর্যন্ত সাহিদের রেজাল্ট বিস্ময়কর উচ্চতার। মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবগুলোতেই সর্বোচ্চ। তার অতুলনীয় সাফল্যের তালিকা- জেইই মেইন-এ ৯৯.৮৯ পার্সেন্টাইল নম্বর, উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৯০ নম্বর

পেয়ে রাজ্য স্তরে সপ্তম, নিট-এ ৭০০ নম্বর পেয়ে সর্ব ভারতীয় ব্যাঙ্ক ২৩৩২ এবং রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ব্যাঙ্ক ১৪০। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও সাহিদ রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করে।

প্রাণী চিকিৎসক আব্বা মহ. খাইরুল আনাম, মা সালেমা খাতুন ও বর্ধমান মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পাঠরত আল-আমীনের প্রাক্তন ছাত্রী সাহিদের দিদি সাহিনা পারভিনের উৎসাহ, আল-আমীন মিশনের শিক্ষকদের গাইড ও মিশনের হস্টেলে পড়াশোনার আদর্শ পরিবেশ তার সাফল্যের মূল অনুঘটক বলে জানায় সাহিদ। রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স, জেইই মেইন এবং জেইই অ্যাডভান্সের মতো পরীক্ষায় অতুলনীয় ব্যাঙ্ক করলেও সাহিদের আব্বা-মায়ের ইচ্ছে তাদের ছেলে এইমস থেকেই ডাক্তারি পড়ুক। যদিও সাহিদের ইচ্ছে আইআইটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভবিষ্যতে উচ্চতর গবেষণাকর্মে মনোনিবেশ করা। সাহিদ জানায়, আল-আমীনে ভর্তি হওয়ার জন্যে ক্লাস ফাইভ থেকেই প্রত্যেক বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেলেও মিশনের সেক্রেটারি স্যার তাকে ভর্তি করতেন না কিন্তু বরাবরই বলতেন তিনি আমার সাফল্যের জন্যে দোওয়া করছেন। শেষমেশ মাধ্যমিকের পর একাদশ শ্রেণিতে তিনি মিশনের নয়াবাজ শাখায় ভর্তি করে নেন। এই শাখার সুপার খন্দকার মহিউল হকের বিশেষ ব্যবস্থাপনা ও পড়াশোনার সুন্দর পরিবেশ তার সাফল্যের বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

এছাড়াও খলিশানী শাখা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা ব্লকের গোপালপুরের মুস্তাক মামুদ, ব্যাঙ্ক ১৫৬৪৯; নয়াবাজ শাখা থেকে বীরভুম জেলার সিউড়ি থানার পাথরচাপুড়ি গ্রামের আবরার আহম্মদ খান, ব্যাঙ্ক ১৬৯৭৬; খলতপুর শাখা থেকে লালগোলা ব্লকের কাহার পাড়ার কৃষক পরিবারের মহ. মেহেবুব আলম, ব্যাঙ্ক ১৭৯৭১ এবং ওই জেলারই তৌফিক মামুদ, ব্যাঙ্ক ১৮৩৪০ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট করেছে।

জেইই অ্যাডভান্সে সফল পড়ুয়াদের মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম মুবারকবাদ জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস,

> ”
> মেডিকেলের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য রাজ্যের সুবিধা বঞ্চিত পরিবারে অনুপ্রেরণার সহায়ক হবে।
>
> 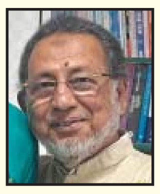
>
> এম নুরুল ইসলাম
> *সম্পাদক, আল আমীন মিশন*

মেডিকেলের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য রাজ্যের সুবিধা বঞ্চিত পরিবারে অনুপ্রেরণার সহায়ক হবে।

আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেনও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি আশাবাদী যে মিশনের ছেলেমেয়েরা আগামী দিনে আইআইটি ও ইঞ্জিনিয়ারিঙয়ে আরও অধিক পরিমাণে সফল হবে। তিনি বলেন দুনিয়া জুড়েই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের চাহিদা প্রবল হচ্ছে। সে কারণে মিশনের তরফেও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং নিয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

আমার নৌকা খোয়া গেছে, কেবল নিজেকে ভাসিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি: অভিমানী দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিপুল জয়ের পর শনিবার কালীঘাটে নব নির্বাচিত সাংসদদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। বৈঠকে তমলুকে জেতার বিষয়ে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল বলেছিলেন দেবাংশুকে।

তৃণমূলনেত্রীর কড়া বার্তার পর রবিবার বিস্ফোরক পোস্ট করলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য ফেসবুক পোস্টে তমলুকের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য লেখেন, ‘তমলুকের জন্য ১০১ শতাংশ পরিশ্রম করেছি। সকাল ৮ থেকে দুপুর ১ পর্যন্ত প্রচার করতাম, তারপর দুপুর ৩টেয় বেরিয়ে যেতাম। রাত পর্যন্ত মিটিং, মিছিল, প্রচার করেছি। বিরোধী প্রার্থী আধবেলা প্রচার না করেও জিতে গেছেন। আমি পাগলের মতো বুথে বুথে ঘুরেও জিততে পারিনি।

নির্বাচনী ক্ষেত্রে নেমে সাংগঠনিক পরিস্থিতি দেখে চমকে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল হঠাৎ অগ্নিকুণ্ডে এসে পড়েছি। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, আড়াই মাস প্রচুর ভিড়মি খেয়েছি। প্রকাশ্যে সবটা লিখতে বা বলতে চাই না। মার্চে ওজন ছিল ৮৩ কেজি, আজ হয়েছে ৭৭ কেজি। আগামী দিনে এই রাজনৈতিক নদী পথ কোন মোহনায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে জানি না। শুধু জানি, আমার নৌকা খোয়া গেছে, কেবল নিজেকে ভাসিয়ে, বাঁচিয়ে রেখেছি।’ শনিবার কালীঘাটের বৈঠক থেকে দেবাংশুকে মমতা বলেছিলেন, ‘তোমার বয়সে আমি যখন যাদবপুরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সকাল ৭ থেকে প্রচারে থাকতাম, বাড়ি বাড়ি যেতাম। তুমি বেলা ১২টায় বেরিয়েছ’, এমনটাই সূত্রের খবর। মমতার সেই বার্তার প্রেক্ষিতেই এদিনের এই পোস্ট দেবাংশুর,এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। এদিকে, দেবাংশু ভট্টাচার্যের এজেন্টের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে।

বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলের তমলুক জেলা কমিটির সদস্যের। ‘৪ জুন ১৭ রাউন্ড গণনার পর কাউন্টিং এজেন্টদের বাইরে চলে যেতে বলেন দেবাংশুর ইলেকশন এজেন্ট। কেন ইলেকশন এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছিল?’ প্রশ্ন তৃণমূলের তমলুক জেলা কমিটির সদস্য জয়দেব বর্মনের। ‘অভিযোগ সঠিক নয়,উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশেই যা করার করেছি’, দাবি দেবাংশুর ইলেকশন এজেন্ট সোমনাথ বেরার। প্রসঙ্গত তমলুক লোকসভায় এবার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যকে ৭৭ হাজার ৭৩৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বয়সের নিরিখে কনিষ্ঠতম প্রার্থী ছিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। এত অল্প বয়সে লোকসভা ভোটে লড়ার টিকিট দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদও জানান দেবাংশু।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নয়,সাংসদদের রেজিস্ট্রেশন করতে দিল্লির পথে সুদীপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌছন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কিনা সে প্রসঙ্গে বলেন, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছি না।

সাংসদদের রেজিস্ট্রেশন করতে রবিবার শেষ দিন। তাই যাচ্ছি। শনিবার আমাকে ফোন করেছিল পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার জন্য । কিন্তু আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাবে না। সেখানে কি করে যাই।

তার নেতৃত্বে এবার দল পার্লামেন্টে চলবে সে প্রসঙ্গে বলেন, আমি আজকে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে দিচ্ছি। ছয় বারের সাংসদ আমি। পশ্চিমবঙ্গে আমার থেকে বেশি আর কেউ নেই।

নতুন সরকার প্রসঙ্গে বলেন, নতুন সরকারের হাল ভবিষ্যৎ সবই অনিশ্চয়তার মধ্যে। এরা দেশকে কতদিন অটুট ভাবে সরকার উপহার দিতে পারবে সেই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আমাদের নেত্রী। এই সরকারের থেকে আমাদের কোনো প্রত্যাশা নেই।

এদিকে,শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবিবার দুপুরে দিল্লি যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌছন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য

সভাপতি ও বর্ধমান দুর্গাপুরের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

এদিন বিমানবন্দরে তিনি বলেন, শপথ অনুষ্ঠানের যোগ দিতে আমন্ত্রণ পেয়েছি । দিল্লি যাচ্ছি। এছাড়াও দিল্লির বাস ভবনে বেশকিছু মালপত্র আছে সেগুলো খালি করতে হবে। সেই জন্যই যাওয়া। বিগত দিনে তার নানান মন্তব্য সে গুলো দিল্লি নেতৃত্বকে কি জানাবেন সে প্রসঙ্গে বলেন, যা বলার ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি।

অন্যদিকে,দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে কলকাতা বিমানবন্দরে রবিবার দুপুরে এসে পৌছন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি বলেন, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দল থেকে ডাক পেয়েছি, তাই যাচ্ছি।

ফলাফল নিয়ে বলেন, জোর করে ভোট করানো হয়েছে। অবজারভার গুলো বিক্রি হয়ে গেছে, অনেকগুলো বিষয় রয়েছে।

বর্ষিয়ান নেতাদের মন্তব্য নিয়ে বলেন, আমি এটা বিশ্বাস করিনা। দলের কর্মীরা যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে। যারা এটা বলছেন সেটা পাবলিকলি না বলাই উচিত। আমি কি করতে পেরেছি এবং ইলেকশন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সারা বাংলার মানুষ স্পষ্ট ভাবে দেখেছে, সেটা নিয়ে না বলার দলের মধ্যে কথা বলা হবে।

ফিরহাদ হাকিমের টেম্পোরারি শপথ মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, ভালো আছে, উনি ওয়েট করুন। উনি থাকবেন কি থাকবেন না, মোদিজি থাকবেন। উনি কবে ভেতরে যাবেন সেটা নিয়ে চিন্তা করুন, আমাদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

গলসিতে বিজয় উল্লাসে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান দূর্গাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। ২০১৯ সালের নির্বাচনের থেকে ২০২৪ এর নির্বাচনে গলসি বিধানসভায় ভালো ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই সেই জয় কে উদযাপন করতে দলীয় কর্মীরা এদিন বিজয় উল্লাসে মাতলেন। গলসি ১ নং ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের এর উদ্যোগে বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। মিছিল টি রামগোপালপুর বাজার থেকে শুরু হয়ে ঢোলা, রাইপুর পরিক্রমা করে আটপাড়া সমাপ্তি হয়। গলসি ১ নং ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাহির আব্বাস মন্ডল বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের যে বিশাল জয় পেয়েছে। তাতে তৃণমূল কর্মীরা খুব উৎসাহিত হয়েছে। তাই কর্মীদের জন্য বিজয় মিছিলের আয়োজন। মিছিলে যোগ দেওয়া তৃণমূল কর্মীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। তদারকিতে ছিলেন লোয়া রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ফজিলা বেগম।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভাগীরথীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ টোটো চালক

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শুক্রবার দুপুর নাগাদ ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন টোটো চালক অশোক রবিদাস। কয়েক ঘন্টা পার হলেও তিনি বাড়ি না ফেরাই পরিবারের লোকজন তার খোঁজে ভাগীরথীর ধারে গেলে দেখতে পান টোটো দাঁড় করানো রয়েছে এবং পরনের জামা কাপড় সব রাখা আছে। কিন্তু ওই ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে ডুবে গিয়েছে ওই টোটো চালক।

শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে লালগোলা থানার রাজারামপুর এলাকায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয় লালগোলা থানায়, সিভিল ডিফেন্সের টিম গিয়ে শনিবার সকাল থেকে তল্লাশি শুরু করেছে ভাগীরথী নদীতে।

রাতে তাজা কার্তুজ উদ্ধারে ডালখোলার গ্রামে আতঙ্ক

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া বিধানসভার অন্তর্গত লালগঞ্জ এলাকায় এক রাত্রে তৈরি হল ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ক্ষেতের কাছ থেকে তিনটি মোটা লোহার রডসহ এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধারের পর গ্রামে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান রাতে হঠাৎ আমরা এই সব জিনিসপত্র পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। ডাকাতি হওয়ার ভয়ে সারা রাত আমরা জেগে ছিলাম। গ্রামবাসীরা যখন সবাই মিলে মাঠে যায়, তখন ডাকাত দল সব মালামাল ফেলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ডালখোলা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। তারা সব জিনিসপত্র উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় এবং তদন্ত শুরু করে। পুলিশ দ্রুত এলাকায় পৌঁছাই এবং সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছেন এবং দোষীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। এই ঘটনা লালগঞ্জের গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। প্রশাসন তাদের দাবির প্রতি কীভাবে সাড়া দেয়, তা দেখার বিষয়।

ঘোষণা ছাড়াই ব্যারেজে কাজ, ফরাক্কার জ্যামে ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কোনরকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই ফারাক্কা ব্যারেজের রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যাম। তীব্র গরমের এই সময়ে ভীষন কষ্টের মধ্যে নিত্য যাত্রীরা। বাস দাড়িয়ে, লরি দাড়িয়ে।

আবারও সেই ২০১৯ সালের কাজ চলার সময়ের বিভীষিকা পরিস্থিতি। বয়স্ক ব্যক্তি থেকে শুরু করে ছোট ছোট শিশুদের আহাজারি। প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

প্রথম নজর

৩ লাখের বেশি অবৈধ হজযাত্রীকে বের করে দিল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: আর এক সপ্তাহ পরেই মক্কা নগরীতে মুসলিমদের পবিত্র হজ পালন শুরু হবে। গত শনিবার পর্যন্ত মক্কা থেকে কয়েক লাখ অনিবন্ধিত হজযাত্রীকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি আরব। খবর আল আরাবিয়া।
প্রতিবছরই বার্ষিক হজ অনুষ্ঠানে জনসমাগম ব্যবস্থাপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে সৌদি কর্তৃপক্ষ। হজ পালন ইসলামের পাঁচটি প্রধান স্তম্ভের মধ্যে একটি। অফিশিয়াল তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ১৮ লাখের বেশি মানুষ হজ পালন করেছিল। যাদের বের করে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৯৯৮ জনই ছিলেন বিদেশি। তারা ভ্রমণ ভিসায় সৌদি আরবে প্রবেশ করেছিলেন এবং হজ পালনের জন্য তাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না। পাশাপাশি হজের অনুমতি ছাড়াই সৌদি আরবের অন্যান্য শহর থেকে মক্কায় আসা ১ লাখ ৭১ হাজার ৫৮৭ জনকে মক্কা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
আগামী ১৪ জুন সৌদি আরবের মক্কায় পবিত্র হজ পালন শুরু হবে। সব মুসলিমের জন্যই জীবনে অন্তত একবার হজ পালন আবশ্যক।
অন্তত চার দিন ধরে মক্কা এবং এর আশপাশের অঞ্চলে হজের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এসব অনুষ্ঠানে অনেকেই অবৈধ উপায়ে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেন।
কারণ বৈধ উপায়ে হজের অনুমতি পাওয়া এবং এ সম্পর্কিত ভ্রমণ প্যাকেজগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তুলনামূলক ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রতিটি দেশেই হজ পালনকারীদের জন্য কোটা সীমাবদ্ধ থাকে।
সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র মাজারগুলো রয়েছে। মক্কার স্থানীয় প্রশাসন এক্সে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত শনিবার পর্যন্ত ১৩ লাখের বেশি নিবন্ধিত হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন।

হোয়াইট হাউসের কাছে গাজা যুদ্ধবিরোধী ‘রেড লাইন’ বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্টের দফতর হোয়াইট হাউসের কাছে চলমান গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ।
‘রেড লাইন’ নামের এই বিক্ষোভ স্থানীয় সময় শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতকামী সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের রক্তক্ষয়ী হামলার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সহনশীলতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
এ সময় ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিহত ফিলিস্তিনিদের নাম লেখা দীর্ঘ ব্যানার বহন করছিলেন বিক্ষোভকারীরা।
এদিকে গাজা যুদ্ধ নিয়ে দ্বিমুখী-নীতির জন্য সমালোচিত হচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। গত মে মাসে হোয়াইট হাউস বলেছিল, রাফায় ইসরায়েলি হামলা ‘রেড লাইন’ বা চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেনি। এর দুই মাস আগে বাইডেন রাফায় ‘রেড লাইন’ অতিক্রম না করতে ইসায়েলকে সতর্ক করেছিলেন।
ভার্জিনিয়ার ২৫ বছর বয়সী বিক্ষোভকারী জায়েদ মাহদাবি বলেন, “আমি বাইডেনের কোনও কথাই আর বিশ্বাস করি না। বাইডেনের ‘রেড লাইনের’ বিষয়টি তার ভণ্ডামি ও কাপুরুষতা।”

নার্সিং সহকারী তালা ম্যাককিনি (২৫) বলেন, “আমরা সবাই আশা করি এটি শিগগিরই বন্ধ হবে। তবে স্পষ্টত আমাদের প্রেসিডেন্ট দেশের সাথে যেসব কথা বলেছেন তা মেনে চলছেন না। এটা আপত্তিজনক।”
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া সকলেই প্রায় লাল পোশাক পরেছিল। তাদের হাতে ছিল ফিলিস্তিনি পতাকা। তাদের দাবি, বাইডেনের ‘রেড লাইন’ মিথ্যা এবং শিশুদের ওপর বোমা হামলা চালানো আত্মরক্ষা নয়।”
এদিকে বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর পাঁচ মাস বাকি। নির্বাচনে বাইডেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখোমুখি হচ্ছেন। মুসলিম ও তরুণ ভোটারদের কারণে চাপে রয়েছেন বাইডেন। তাই এবারের মার্কিন নির্বাচনকে গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।
ম্যাককিনি বলেন, “এটি খুবই হতাশাজনক যে আমাদের এমন একজন প্রেসিডেন্ট যিনি কথা রাখেন না। আমি তৃতীয় পক্ষকে ভোট দিব।”

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা হামাস প্রধানের

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল তাদের ইচ্ছা হামাসের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না এবং ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না এমন কোনো চুক্তিও মানা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন হামাসের পলিটব্যুরোর প্রধান ঈসমাইল হানিয়া।
শনিবার (৮ জুন) গাজার মধ্যাঞ্চলের নুসেইরেত শরণার্থী ক্যাম্পে গণহত্যা চালায় দখলদার ইসরায়েল। তাদের হামলায় সেখানে একইদিনে ২১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মূলত চার জিম্মিকে ছাড়িয়ে নিতে নুসেইরেতে তারা ব্যাপক হামলা চালায়।
এমন বর্বরোচিত হামলার পরই দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন ঈসমাইল হানিয়া।
এ ব্যাপারে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, আমাদের সাধারণ মানুষ আত্মসমর্পণ করবে না এবং এই অপরাধী শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে।
‘যদি ইসরায়েলি দখলদাররা মনে করে তারা তাদের ইচ্ছা আমাদের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারবে, তাহলে তারা বিভ্রান্তিতে আছে।’
দখলদার ইসরায়েল ব্যাপক হামলা চালিয়ে চার জিম্মিকে ছাড়িয়ে নিতে পারলেও এটিকে ইসরায়েলের জন্য একটি পরাজয় হিসেবে অভিহিত করেছেন হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতা সামি আবু জুহরি। তিনি বলেছেন, ৯ মাসের যুদ্ধের পর চার জিম্মিকে ফিরে পাওয়া একটি পরাজয়। এটি কোনো অর্জন নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলে কয়লা রফতানি স্থগিতের ঘোষণা কলম্বিয়ার

আপনজন ডেস্ক: গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে মারাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিরস্কার হিসেবে ইসরায়েলে কয়লা রফতানি স্থগিত ঘোষণা করেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো।
শনিবার সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া এক ঘোষণায় তিনি জানান, এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সামরিক ও বাণিজ্যিক মিত্র ইসরায়েলের সঙ্গে সাম্প্রতিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার ধারাবাহিকতায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলম্বিয়া। সংবাদমাধ্যম এপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
বোগোটায় ইসরায়েলি দূতাবাস বলেছে, মে মাসে পেট্রোর সরকার ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও কয়লা রফতানি চালু ছিল। কলম্বিয়া ইসরায়েলের প্রধান কয়লা সরবরাহকারী। কলম্বিয়া ২০২৩ সালে ইসরায়েলে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলারের কয়লা রফতানি করে।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কড়া সমালোচক, কলম্বিয়ার প্রথম বামপন্থী প্রেসিডেন্ট পেট্রো শনিবার এক্স-এ বলেছেন, ‘গাজায় গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত’ ইসরায়েলে কয়লা রফতানি স্থগিত থাকবে।
এক সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) জারি করা অস্থায়ী ব্যবস্থার আদেশ সম্পূর্ণরূপে মেনে না চলা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞাগুলো জারি থাকবে।
মে মাসের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার আনা একটি মুলতুবি মামলার অংশ হিসাবে আইসিজে ইসরায়েলকে দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে তার আক্রমণ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়, পাশাপাশি জিম্মিদের মুক্তি এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবিক সাহায্যের ‘নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের বিধান’ মেনে চলার নির্দেশ দেয়।
কলম্বিয়ান সরকারের ঘোষণায়, কয়লা রফতানি নিষেধাজ্ঞা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ দিন পরে কার্যকর হবে এবং ইতিমধ্যে চালানের জন্য অনুমোদিত পণ্যগুলোকে প্রভাবিত করবে না।
বোগোটা কয়লার ভূমিকাকে ‘অস্ত্র তৈরি, সৈন্য সংগঠিত করা এবং সামরিক অভিযানের জন্য একটি কৌশলগত সম্পদ’ হিসাবে উল্লেখ করেছে।
পেট্রো আরো বলেছেন, কলম্বিয়া ইসরায়েলের তৈরি অস্ত্র কেনা বন্ধ করবে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর অন্যতম প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী ইসরায়েল।

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: ৬ প্রার্থীর নাম ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২৮ জুন ইরানের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য চূড়ান্তভাবে ছয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রবিবার দেশটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়।
প্রার্থীরা হলেন-মাসুদ পেজেশকিয়ান, মোস্তফা পুরমোহাম্মাদী, সাঈদ জালিলি, আলী রেজা যাকানি, আমির হোসেন কাজীজাদেহ হাশেমি ও মোহাম্মদ বাকের কলিবাফ।
তবে গত নির্বাচনের মতো এবারও প্রার্থীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদকে।
এবারের নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক মোট ৮০ জন রাজনীতিবিদ ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিলে নাম নিবন্ধন করেন। যাচাই-বাছাই শেষে ছয় জনের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এরপরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে।
প্রসঙ্গত, গত ১৯ মে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা নিহত হন। তারপরই এই নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
ইরানের সংবিধান অনুযায়ী, কোনো প্রেসিডেন্ট মৃত্যুবরণ করলে অথবা দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে সর্বোচ্চ ৫০ দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে।

ইইউ নির্বাচনে ডানপন্থী প্রভাব কতটা

আপনজন ডেস্ক: স্লোভাকিয়া, ইতালিসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনের তৃতীয় দিনে ভোটগ্রহণ চলছে। পপুলিস্ট এবং অতি-ডানপন্থী দলগুলো ২৭ সদস্যের ব্লকে আরও বেশি আসন পেতে চায়।

ইইউ পার্লামেন্টের নয়জন সদস্য বেছে নেবে লাটভিয়া

লাটভিয়াজুড়ে ভোট কেন্দ্রগুলো সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা। বিশ্বের অন্যান্য দেশে দেশটির দূতাবাস এবং কনস্যুলেটগুলোতেও ভোট দেয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে ভোটারদের সংগঠিত করতে কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভোটের সংখ্যা আগের তুলনায় কম হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
চলতি বছর ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নয়জন লাটভিয়ান সদস্যকে নির্বাচন করবেন ভোটাররা।
গতবার দুটি আসন পেয়েছিল উদারপন্থী-রক্ষণশীল ঐক্য দল এবং কেন্দ্রীয়-বাম হারমনি দল দুটি আসন পেয়েছিল। ডানপন্থী ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স তিনটি আসন পায়। একটি আসন ছিল কেন্দ্রীয়বাদী আন্দোলনের (সেন্ট্রিস্ট মুভমেন্ট) জন্য, আরেকটি লাটভিয়ান রাশিয়ান ইউনিয়নের জন্য।

পঞ্চম ইইউ নির্বাচনে মাল্টা

মাল্টার ভোটাররা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় সদস্যের পাশাপাশি স্থানীয় কাউন্সিলরদের নির্বাচন করতে ভোটে রয়েছেন। তিন লাখ ৩২ হাজার ৯৬৭ জন

ভোটার রয়েছে এ দেশে। সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত কেন্দ্রগুলো খোলা৷ মাল্টা ও গোজো দ্বীপপুঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটগ্রহণ চলছে।
৩৭ হাজারের মতো ভোটার, বা ভোটারদের ১০ শতাংশ বৃহস্পতিবার মাঝরাত অবধি ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করেননি বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।
২০০৪ সালে ইইউতে যোগদানের পর এটি মাল্টার পঞ্চম ইউরোপীয় নির্বাচন। ২০১৯ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টি ইউরোপীয় সংসদের চারটি এবং জাতীয়তাবাদী দল দুটি আসনে জয়ী হয়েছিল।

ভোট যেভাবে হয়

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের জন্য ভোট দেওয়া হয় একটি একক ব্যালটে সরাসরি সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে৷ প্রতিটি দেশের জন্য সংসদ সদস্যের সংখ্যা তার জনসংখ্যার আকারের উপর নির্ভর করে।
ইউরোপীয়রা ২০১৯ সালে শেষ ভোটে ৭৫১ জন আইনপ্রণেতাকে নির্বাচিত করেছিল। পরের বছর ব্রিটেন ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ইউরোপীয় পার্লামেন্টের (এমইপি) সদস্য সংখ্যা ৭০৫ এ নেমে আসে। বর্তমান নির্বাচনের পর ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ১৫ জন অতিরিক্ত সদস্য থাকবেন। ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৭২০ জন।
স্লোভাকিয়ায় শনিবারের ভোট গত মাসে প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। এরই মধ্যে ভোটগ্রহণ চলছে ৫৪ লাখ জনসংখ্যার দেশটিতে। ১৫ মে ফিকোকে হত্যা করার প্রচেষ্টার এই ঘটনায় স্লোভাকিয়াসহ গোটা ইউরোপ স্তম্ভিত হয়েছে।
ফিকো অসুস্থ শরীরেই একটি প্রাক-নির্বাচন ভিডিও প্রকাশ করেছেন যেখানে তিনি ওই হামলাকারীকে “স্লোভাক বিরোধীদের একজন কর্মী” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বিরোধীরা “আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষপূর্ণ রাজনীতি” করছে বলে অভিযোগ করেছেন।
১৪ মিনিটের ভিডিওতে ফিকো বলেছেন, “যে কোনো সময়ে এটা ট্র্যাজেডিক হয়ে যেতে পারতো।”
ফিকোর দল ইউক্রেনে ইইউর অস্ত্র সরবরাহের বিরোধিতা করেছিল। ব্রাসেলসে “যুদ্ধবাজদের” বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল তারা।
এদিকে শুক্রবার কোপেনহাগেন স্কোয়ারে একজন ব্যক্তি ড্যানিশ প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনকে আঘাত করেন। ইউরোপে একের পর এক রাজনীতিবিদকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে।
‘কিংমেকার’ মেলোনি?
ইতালিরকট্টর ডানপন্থি প্রধানমন্ত্রী জর্জ মেলোনি ইউরোপীয় কমিশনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হতে পারেন। তার ব্রাদার্স অফ ইটালি (এফডিআই) পার্টি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে লাভবান হতে পারে।
বর্তমান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লায়েন ইউরোপীয় রক্ষণশীল এবং সংস্কারবাদী (ইসিআর) গ্রুপের নিশ্চিত ভোটে জয়ী হওয়ার আশায় মেলোনির সমর্থন চেয়েছেন।
প্যান-ইউরোপীয় নরমপন্থি-ইউরোসেপ্টিক ব্লকের নেতৃত্বে মেলোনি এবং তার এফডিআই প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে যোগ দেবেন।
ইইউ-এর তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল দেশ হিসাবে ইটালির ৭২০টি আসনের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে মোট ৭৬ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। ইইউ এর সমস্ত বামপন্থি দলকে বিরোধী দল হিসাবে পাঠানো মেলোনির লক্ষ্য।

অতি-ডান প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা পূর্বাভাস দিয়েছেন, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনের এই রাউন্ডে কেন্দ্রীয়-বাম এবং সবুজ দলগুলো অতি ডান এবং কেন্দ্রীয়-ডান উভয়ের কাছেই আসন হারাবে।
ইউরোপীয় কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস (ইসিএফআর) এই বছরের শুরুতে বেলজিয়াম, ইটালি এবং ফ্রান্সসহ নয়টি ইইউ দেশে বিজয়ী ইইউ-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে “ডানপন্থার প্রতি ঝোঁকের কথা’ জানিয়েছে।
এর ফলে কেন্দ্রীয়-ডান ইউরোপিয়ান পিপলস পার্টি (ইপিপি); মধ্য-বাম সমাজতন্ত্রী এবং গণতন্ত্রী (এসঅ্যান্ডডি) এবং উদার-কেন্দ্রবাদী রিনিউ ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হুমকির মুখে পড়তে পারে।
চরম ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আইডি) এবং এর তুলনায় কম ডানপন্থি কিন্তু ইউরোসেপ্টিক ইউরোপীয় রক্ষণশীল এবং সংস্কারবাদী (ইসিআর) দুয়েরই বড় আশা রয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৫ মি.

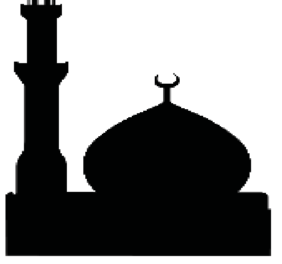

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.১৪	
মাগরিব	৬.২৫	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

হাঁপানিতে আক্রান্ত হাইতির প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালে

আপনজন ডেস্ক: হাইতির নতুন প্রধানমন্ত্রী গ্যারি কনিলকে ‘সামান্য অসুস্থতার’ পরে শনিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
দেশটির প্রধানমন্ত্রীর প্রেস অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়, সপ্তাহ ধরে ব্যাপক কাজকর্মের পর শনিবার বিকেলে তিনি সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যান।

উদ্ধার করতে গিয়ে একাধিক জিম্মিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এ অভিযানে হামাসের কাছে জিম্মিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন হামাসের সামরিক শাখা আল কাশেম ব্রিগেডস।
ওই শিবিরে হামলা চালিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ অভিযানে তারা চারজন জিম্মিকে উদ্ধার করেছে বলে জনিয়েছে। হামাসের সামরিক শাখা আল কাশেম ব্রিগেডসের মুখপাত্র আবু উবায়দা টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ইসরায়েলি হামলায় বেশ কয়েকজন জিম্মি নিহত হয়েছে। গত অক্টোবরে ২৫০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায় হামাস। এর মধ্যে শতাধিক জিম্মিকে মুক্তি দেয় তারা। বাকীদের উদ্ধারে মরিয়া থাকা ইসরায়েল চারজনেক উদ্ধার করতে গিয়ে শনিবার রাতভর বিমান হামলা চালিয়ে ২১০ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।
জিম্মিদের উদ্ধার করতে গিয়েই কী ইসরায়েল বাহিনী এই বিমান হামলা চালিয়েছে নাকি অন্য ঘটনায়। সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। তবে দুই ঘটনা গাজার আল নুসেইরাত এলাকায় হয়েছে।

ইউক্রেনেই থেমে থাকবেন না পুতিন, বাইডেনের হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুধু ইউক্রেনেই থেমে থাকবেন না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।
সেই সঙ্গে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে ইউক্রেনকে সমর্থন অব্যাহত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। গণমাধ্যমের বলা হয়েছে, ফ্রান্সের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স। শনিবার প্যারিসের প্রেসিডেন্সিয়াল এলিসি প্যালেসে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। সেখানে বাইডেন সতর্ক করে বলেন, “ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনেই থেমে থাকবেন না।”
ফ্রান্সে নিজের রাষ্ট্রীয় সফরের সময় বাইডেন বলেন, “সমস্ত ইউরোপ হুমকির সম্মুখীন হবে, আমরা এটি হতে দেব না। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আবারও বলছি, আমরা (ইউক্রেনকে ফেলে) চলে যাব না।” এরপর প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ সাংবাদিকদের সামনে বাইডেনকে বলেন, “আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই মিস্টার প্রেসিডেন্ট। বিশ্বের এক নম্বর শক্তিধর দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েও আপনি অংশীদারদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং আপনি ইউরোপীয়দের পছন্দ করেন ও সম্মান করেন।”

গ্রিক দ্বীপে ব্রিটিশ উপস্থাপক মোসলির লাশের সন্ধান

আপনজন ডেস্ক: গ্রিক দ্বীপ সিমিতে টিভি ও রেডিও উপস্থাপক ডা. মাইকেল মোসলির লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে। রবিবার (৯ জুন) সকালে আগিয়া মেরিনা উপকূলে লাশটি পাওয়া গেছে।
পেডি গ্রামের আশেপাশে মোসলেকে শেষ দেখা গিয়েছিল। এজিওস নিকোলাওস সৈকত হাঁটতে গিয়ে বুধবার নিখোঁজ হন ৬৭ বছর বয়সী এই উপস্থাপক। তার মরদেহ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি।
সিমির মেয়র এলেফথেরিওস পাপাকালোডৌকা বলেন, ক্যামেরা দিয়ে খোঁজ করছিলেন উদ্ধারকর্মীরা। উপকূলে একটি লাশটি পাওয়া গেছে।
একটি পুলিশ সূত্র বিবিসি নিউজকে জানিয়েছে, কয়েক দিন আগে মারা যাওয়া একটি মরদেহ পাওয়া গেছে।
সেখানে একটি ছাতাও ছিল।
আগিয়া মেরিনা বার ম্যানেজার ইলিয়াস সাভারিস বলেন, ‘কর্মীরা আমাকে ডেকে বলেন, দূরে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। পরীক্ষা করতে পারেন। তাই সেখানে গিয়ে শরীরের মতো কিছু দেখতে পেলাম।
স্থানীয় সময় প্রায় সাড়ে এগারোটায় হাঁটার জন্য আগিওস নিকোলাওস সমুদ্র সৈকত যান মোসলে। তারপর প্রথম নিখোঁজ হওয়ার খবর যায়। পরে তার স্ত্রী তাকে নিখোঁজ বলে জানান।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৫৭ সংখ্যা, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৩ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

গণতান্ত্রিক অধিকার

মানবেতিহাসের সবচাইতে নির্বাচনি বত্সর হইল ২০২৪ সাল। কারণ এই বত্সর ৬০টির বেশি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। যেমন ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, রাশিয়া প্রভৃতি। এই সকল নির্বাচন লইয়া দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এক বিশ্লেষণ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের ভাষ্য অনুযায়ী অধিকাংশ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাইতেছে যে, কর্তৃত্ববাদী শাসকরা ধাক্কা খাইতেছেন। কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলির জন্য এই সকল নির্বাচন চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরা দিয়াছে। ভোটাররা যেইখানে সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়ার ও বিকল্প প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ লাভ করিতেছেন, সেইখানে তাহারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন না। ইহাতে কেহ কেহ পুনরায় ক্ষমতায় আসিলেও আগের তুলনায় পাইয়াছেন কম ভোট। কেহ-বা আবার হারাইয়াছেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ফলে তাহাদের জোটনির্ভরতা বাড়িয়াছে। বিশ্লেষকরা মনে করিতেছেন, ২০২৪ সাল হইবে গণতন্ত্রের জন্য অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ। ইহাতে বিভিন্ন দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার আবার ক্ষমতায় আসিতে ব্যর্থ হইতে পারে। শত হতাশার মধ্যে ইহা একটি আনন্দদায়ক সংবাদই বটে। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণে লইয়াও কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা সাফল্য লাভ করিতেছেন না। জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিতেছে ব্যালটে। গণতন্ত্রকামী মানুষ ও বিশ্বের জন্য ইহার চাইতে সুখবর আর কী হইতে পারে? সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচনে গত ৩০ বত্সরের মধ্যে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত শাসক দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আধিপত্য খর্ব হইয়াছে। তাহারা নির্বাচনে হারাইয়াছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মেক্সিকোতে ক্ষমতাসীন আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজকে পরাজিত করিয়া ভূমিধস বিজয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন জলবায়ুবিজ্ঞানী ক্লডিয়া শেনবাউম। তিনি দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। ভারত ও তুরস্কে যাহাদের অপরাজেয় নেতা হিসেবে মনে করা হইত, নির্বাচনি ফলাফলে তাহারাও পিছাইয়া পড়িয়াছেন। ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এখন ধর্মনিরপেক্ষ দলের সহিত জোট করিয়া সরকার গঠন করিতে হইতেছে। তুরস্কের বিরোধীরা গত এপ্রিলে দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষমতায় থাকা জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। স্থানীয় নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে ইস্তাম্বুল ও রাজধানী আঙ্কারার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নিয়ন্ত্রণ লইয়াছেন। তবে রাশিয়ার কর্তৃত্ববাদী শাসক ভ্লাদিমির পুতিন গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৮ শতাংশ ভোট পাইয়া আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেও ভোটের এই হিসাব আসলে রাশিয়ার জনসাধারণের অনুভূতির সঙ্গে যে মিলে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ভোটারদের কেন এই ক্ষোভ? বিশ্লেষকরা বলিতেছেন, বিগত বত্সরগুলিতে জনপ্রিয় ও ক্ষমতাধর অনেক শাসক সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাহারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উত্তরোত্তর বিকাশ ও উন্নয়নের বদলে তাহা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন লইয়া সন্দেহের বীজ বপন করিয়াছেন। নির্বাচনে জয়লাভ করিতে রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার চলে। এই সকল অপব্যবহার করিয়াও অনেকের রক্ষা হয় নাই। এই ব্যাপারে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক বেন আনসেল বলিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশের শাসক দলগুলি যাহা চায় নাই, এমন ফলাফল আসিয়াছে নির্বাচনে। জটিল অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে অস্থিতিশীল হইয়া পড়ায় কর্তৃত্ববাদীদের মতো আচরণ করিয়াও তাহারা রক্ষা পান নাই। অব্যাহত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব ও অসম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি—ভোটারদের বিক্ষুব্ধ হইবার এই সকলই মূল কারণ। যে কারণে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনে ধর্মীয় জুজুর ভয়ের চাইতে ভোটাররা অর্থনীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অযোধ্যায় ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবি কি তাহারই ইঙ্গিতবহ নহে? প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। এই জন্য আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, ‘ইফ উই ওয়ান্ট ডেমোক্রেসি টু ফ্লারিশ, উই উইল হ্যাভ টু ফাইট ফর ইট। উই উইল হ্যাভ টু নার্চার ইট। অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ টু ডেমোনস্ট্রেইট ইটস ভ্যালু।’ অর্থাত্ গণতন্ত্রকে বিকশিত ও শক্তিশালী করিতে হইলে আমাদের এই জন্য নিরন্তর লড়াই করিয়া যাইতে হইবে। ইহার প্রতি যত্নবান হইতে হইবে এবং ইহার মূল্যবোধ প্রতিপালন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা যদি এই হিতোপদেশ মানিয়া চলি এবং অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে কোনো দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

• • • • • • • • • • • • • •

লোকসভা নির্বাচনে কার হল জিত, কার হল হার

এবার লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি বিপুল বিজয়ের প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু ৪ জুন ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, এনডিএ জোট সরকার গঠন করার মতো প্রয়োজনীয় আসন পেলেও বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয়েছে। অপর দিকে এক্সিট পোল এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণ করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ‘ইন্ডিয়া’ জোট আশাতীত ভালো ফল করেছে। ভারতের রাজনীতি ও নির্বাচনে প্রায় ‘অজেয়’ হয়ে ওঠা মোদির জন্য এটা একটা বড় আঘাত হলেও অনেকেই এ ঘটনাকে ‘ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। নির্বাচনের ফলাফল এবং ভারতের রাজনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে লিখেছেন **শশী থারুর...**

ভারতে লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নিরঙ্কুশ জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না বলে যে পণ্ডিত আর নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা সর্বসম্মতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আদতে তাঁদেরই সবচেয়ে বড় হার হয়েছে।

এসব ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবতা থেকে এতটাই দূরে ছিল যে ফল ঘোষণার পর ভারতের একজন শীর্ষস্থানীয় নির্বাচনবিশেষজ্ঞ দেশটির সবচেয়ে জনপ্রিয় ইংরেজি ভাষাভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। হ্যাঁ, এটি ঠিক যে মোদির বিজেপি আবার ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তার পরও তাদের এবারের জয়কে হারের চেয়েও বেশি গ্লানিময় বলে মনে হচ্ছে।

গতবার লোকসভায় বিজেপির আসন ছিল ৩০৩টি। নির্বাচনের আগে মোদি ও তাঁর প্রধান সেনাপতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এবার বিজেপির আসনসংখ্যা ৩০৩ থেকে একলাফে ৩৭০ পেরিয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল, বিজেপি গতবারের চেয়ে ৬৩টি আসন কম পেয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যেখানে ২৭২ টি আসনের দরকার, সেখানে বিজেপি পেয়েছে মাত্র ২৪০ আসন।

বিজেপিকে ক্ষমতায় থাকতে তার এনডিএ জোটের এমন কিছু আঞ্চলিক দলের মন জুগিয়ে চলতে হবে, যাদের সঙ্গে বিজেপির আদর্শিক বনিবনা একেবারেই কম। যেকোনো নতুন আইন পাস করতে হলে এখন বিজেপিকে এই শরিক দলগুলোর দ্বারস্থ হতে হবে।

এরপর এই নির্বাচনে যাঁর সবচেয়ে বড় হার হয়েছে, তিনি হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

আমাদের ভাগ্য ভালো, এই প্রবণতা এখন বিপরীতমুখী হতে শুরু করেছে। ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির’, বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অমর বাণীকে ধারণ করে বিরোধী রাজনীতিকেরা ভারতের শতাব্দী প্রাচীন বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুদ্ধারে লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রয়েছে।

মোদি নির্বাচনী প্রচারণায় নিজের দল বিজেপিকে সামনে না এনে লাগাতারভাবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। বছরের পর বছর তিনি আত্মপ্রচারের মোহে ডুবেছিলেন। এ ব্যাপারে বলা যায়, তাঁর কোনো ধরনের সংকোচ বা লজ্জা-শরমের বালাই ছিল না।

কোভিড-১৯-এর টিকার সনদে টিকা নেওয়া ব্যক্তির ছবি থাকা সংগত ও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে জায়গায় মোদি নিজের ছবি ছেপেছেন।

৮০ কোটি ভারতের নাগরিককে ত্রাণ হিসেবে যে চাল-আটা দেওয়া হয়েছিল, সেই চাল-আটার বস্তায় পর্যন্ত তিনি নিজের ছবি ছেপেছেন।

■ এই নির্বাচনে যাঁর সবচেয়ে বড় হার হয়েছে, তিনি হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

■ মোদির মহিমা-লালসা এতটাই স্ফীত হয়েছিল যে তা তাঁকে দেবত্ব দাবির কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।

■ এবারের ভোটের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

■ বিরোধী রাজনীতিকেরা ভারতের শতাব্দী প্রাচীন বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুদ্ধারে লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সব বড় রেলস্টেশনে ‘সেলফি পয়েন্ট’ খোলা হয়েছে। সেখানে প্রমাণ সাইজের মোদির ছবি দিয়ে বানানো কাটআউট রাখা হয়েছে, যাতে সেই কাটআউটের পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা সেলফি তুলতে পারেন।

মোদির মহিমা-লালসা এতটাই স্ফীত হয়েছিল যে তা তাঁকে দেবত্ব দাবির কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনী প্রচারণাকালে প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বলেছিলেন, জৈবিকভাবে তিনি জন্মগ্রহণ করলেও, তিনি নিশ্চিত, তিনি আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো নন; ভারতের সেবা করার জন্য পরমেশ্বর সরাসরি তাঁকে মনোনীত করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

কেউ কেউ মোদির ওই মন্তব্যকে আপত্তিকর বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ এটিকে খারাপভাবে নিয়েছে বলে মনে হয়নি। কারণ, নির্বাচনের আগে চালানো এক জরিপে দেখা গিয়েছিল, ৭৫ শতাংশ লোক মোদির এই কথাকে অনুমোদন দিয়েছে।

মোদির এসব কৌশল এত দিন ভালোই কাজে দিচ্ছিল। কিন্তু এখন তিনি তাঁর নিজের কৌশলের নেতিবাচক প্রভাবের জালে নিজেই ফেঁসে গেছেন।

এই যে পার্লামেন্টে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে বিজেপি ব্যর্থ হলো, সেই ব্যর্থতা মোদির সুনামকে শুধু যে ভারতীয় ভোটারদের চোখেই ক্ষুন্ন করেছে, তা নয়। যে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ও প্রভাবের জোরে তিনি দীর্ঘদিন ধরে দলের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য খাটিয়ে গেছেন, সেই প্রভাবকেও আজকের নির্বাচনী ব্যর্থতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মোদি তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতাচর্চার অংশ হিসেবে মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করেই ২০১৬ সালে নোট বাতিলের এবং ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় কঠোর লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর এই দুটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের কারণে জনজীবনে কঠিন বিপর্যয় নেমে এসেছিল। কিন্তু কোনো সমালোচনাই তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। এ বিষয়ে দলের ভেতরের ও দলের বাইরের কোনো সমালোচনাকে তিনি পাত্তা দেননি।

তবে সেই অবস্থা এখন বদলাতে শুরু করেছে। কারণ, বিজেপির শীর্ষ নেতারা এবং সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য শরিক দলগুলোর নেতারা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় অবস্থান নেবেন। এটি মোদির ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী প্রবণতার লাগাম টেনে ধরতে পারে।

আসলে বিজেপির জয়কে যেভাবে পরাজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে, অনেকটা সেভাবেই পুনরায় জেগে ওঠা বিরোধীদের পরাজয়কে অনেকের কাছে জয়ের মতো ঠেকছে।

এ অবস্থায় বিরোধী দল কংগ্রেস পার্টি (আমি যে দলের একজন সদস্য) এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) নামের জোটের শরিকদের উদ্‌যাপন করার মতো অনেক কিছু আছে।

গত পার্লামেন্টে কংগ্রেস পার্টির মোট আসন ছিল ৫২ টি। দলটি সেই সংখ্যাকে প্রায় দ্বিগুণ করে ৯৯-তে উন্নীত করেছে।

ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলোও গতবারের চেয়ে অনেক ভালো করেছে। যেমন উত্তর প্রদেশের সমাজবাদী (সমাজতান্ত্রিক) পার্টি ৩৭টি আসন পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ২৯টি আসন। ২৩২টি আসনের মালিক ইন্ডিয়া জোট পার্লামেন্টে এখন একটি ক্ষমতাধর শক্তি। এখন যে কেউ নিশ্চিত হতে পারবেন, লোকসভা এখন থেকে আর নিছক মোদির এজেন্ডা বাস্তবায়নের রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে কাজ করবে না।

এবারের ভোটের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

এবার বিজেপি তার নির্বাচনী এলাকায় এমন অনেক ‘নিরাপদ’ আসন হারিয়েছে, যেখানে মোদির প্রচারণার বক্তব্য ছিল সবচেয়ে হিন্দুকেন্দ্রিক ও উসকানিমূলক। এসব আসনের মধ্যে অযোধ্যাও রয়েছে, যেখানে গত জানুয়ারিতে তিনি একটি জমকালো নতুন মন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ২০১৯ সালে যে রাজ্যগুলোতে বিজেপি বিরোধী জোটকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, সেই রাজ্যগুলোসহ উত্তর ভারতের ‘হিন্দুত্ববাদের প্রাণকেন্দ্রে’ এবার বিরোধীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র এখন নানা রঙে সেজে একেবারে বর্ণিল হয়ে উঠেছে।

নিঃসন্দেহে এই নির্বাচনে সবচেয়ে বড় জয় পেয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্র, যা কিনা মোদির ক্ষমতায় থাকার পুরোটা সময় ক্রমবর্ধমানভাবে চাপের মধ্যে রয়েছে। ভারতের গণতন্ত্র যে একের পর এক আঘাতের শিকার হয়েছে, বৈশ্বিক সূচকে তার প্রতিফলন দেখা গেছে। ফ্রিডম হাউস এখন ভারতকে ‘মুক্ত’ থেকে ‘আংশিকভাবে মুক্ত’ দেশের ক্যাটাগরিতে নামিয়ে দিয়েছে। ভ্যারাইটিস অব ডেমোক্রেসি (ভি-ডেম) ইনস্টিটিউট ভারতকে আবারও ‘নির্বাচনী স্বৈরাচার’-এর কাতারে ফেলেছে।

বিজেপির অধীনে থাকা ভারত এখন বিশ্বজুড়ে ‘গণতান্ত্রিক অসংহতির’ একটি বড় উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

একইভাবে ভারত এখন বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা সূচকে ১২৫টি দেশের মধ্যে ১১১তম এবং ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৫৯তম স্থানে রয়েছে।

জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গুজরাটে ২০০২ সালে মোদি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে সেখানকার মুসলিমবিরোধী দাঙ্গায় তাঁর কী ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে বিবিসির বানানো প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ভারতে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য সরকার প্রশ্ন তুলেছে।

অন্যরাও এসব বিষয় নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে সতর্কতা জারি করেছে।

বিজেপি সরকার কোভিড-১৯ মহামারিতে মৃত্যুর যে অবাস্তব পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছিল, সেটিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভালোভাবে নেয়নি। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংকের মানবসম্পদ সূচককে ভারত খারিজ করায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি ভারতের নিন্দা করেছে।

আমাদের ভাগ্য ভালো, এই প্রবণতা এখন বিপরীতমুখী হতে শুরু করেছে। ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির’, বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অমর বাণীকে ধারণ করে বিরোধী রাজনীতিকেরা ভারতের শতাব্দী প্রাচীন বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুদ্ধারে লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রয়েছে।

আমি গত মাসে একটি লেখায় লিখেছিলাম, ভারতের ‘বাতাসে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।’

এখন দেখা যাচ্ছে, সত্যিই এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং সেই হাওয়ায় এখন থেকে বেশির ভাগ ভারতীয় আগের চেয়ে বেশি স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পারবে।

শশী থারুর কংগ্রেসের সংসদ সদস্য, যিনি টানা চতুর্থ মেয়াদে লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

কৃষককন্যার চড় রাজনৈতিক কঙ্গনার জন্য অভিশাপ নাকি আশীর্বাদ

রাফসান গালিব

আমাদের উঠতি তারুণ্যে মুক্তি পেয়েছিল বলিউডের সিনেমা গ্যাংস্টার। তখন সিডি-ভিসিডির যুগ। আমাদের জেমস সেই সিনেমায় গান গেয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে অনেক কসরত করে সিনেমাটি দেখা হয়েছিল। গ্যাংস্টার দেখতে গিয়েই প্রথম আমাদের চোখে আটকান কঙ্গনা রনৌত। মূলত সেটিই ছিল তাঁর বলিউডে প্রথম পা রাখা।

সেই থেকে শুরু, শুরুর কিছু দিন বাদ দিলে একের পর এক সিনেমা দিয়ে বাজিমাত করেন তিনি। কিং-খান-বাদশাহদের বলিউডে হয়ে ওঠেন ‘কুইন’। কিন্তু তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে চান না। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়ালেন তিনি। বারবার বিতর্কিত ও সমালোচিত হলেন। তখন অন্যদিকে একের পর এক ফ্লপ সিনেমাই তিনি উপহার দেন। সিনেমা যত ফ্লপ হতে থাকে তিনি আরও তত বিজেপি-ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন, কৃষকনীতি ও রামমন্দির ইস্যুতে অন্যান্য বলিউড তারকাকেও ছাপিয়ে যান কঙ্গনা। তাঁর পুরস্কার হিসেবে বাগিয়ে নেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট। প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নিয়েই জয় পেয়েছেন। তাহলে কি তিনি পুরোপুরি রাজনীতিতেই থিতু হচ্ছেন, ছাড়ছেন বলিউড? এমন আলোচনার মধ্যেই খেয়ে বসলেন এক কৃষককন্যার চড়। যে চড়ে উঠে আসছে তাঁর পুরোনো সব খতিয়ান। সাম্প্রতিক তাঁর সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম থালাইভি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এখানে। সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

গত বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে কর্মরত কুলবিন্দর কৌর নামের এক নারী কনস্টেবল কঙ্গনাকে চড় মেরে এখন বাহবা কুড়িয়ে যাচ্ছেন। ভিডিওতেই তাঁকে বলতে দেখা যায়, কৃষক আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের কঙ্গনা অপমান করেছিলেন। কুলবিন্দর সেই নারীদেরই একজনের সন্তান। কঙ্গনার প্রতি ক্ষোভ পুষে রেখেছিলেন তিনি, সুযোগ পেয়ে সেটিরই প্রকাশ ঘটালেন তিনি। বলা হচ্ছে, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পয়েন্ট পার হওয়ার সময় নিয়ম অনুযায়ী ট্রেতে মুঠোফোন রাখতে অস্বীকৃতি জানান কঙ্গনা; বরং তিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করেন। তখন এই চড়ের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় কুলবিন্দরকে সাময়িক বরখাস্ত ও আটক করা হয়েছে। যদিও কুলবিন্দর চাকরির পরোয়া করেন না বলে দিয়েছেন। হাজারটা চাকরি গেলেও কৃষক মায়েদের অপমানের শোধ নেওয়ার পক্ষেই তিনি। থালাইভিতে কঙ্গনাকে বলতে শোনা যায়, এ লড়াই জনগণের জন্য...নিজেদের আত্মসম্মানের জন্য। আর আমরা দেখলাম, কঙ্গনাকে চড় দিয়ে সেই আত্মসম্মানবোধেরই প্রকাশ ঘটালেন কুলবিন্দর। মোদির বিতর্কিত নীতির বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের যে লড়াই, সেটিকেও তিনি ভুলে যাননি। পাঞ্জাবের কৃষক সমাজও তাদের এই কন্যাকে নিয়ে গর্বিত।

কুলবিন্দরের ভাইও কৃষকদের একটি সংগঠনের নেতা। পাঞ্জাবের এক ব্যবসায়ী তো কুলবিন্দরের জন্য লাখ রুপি পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। কেউ দিয়েছেন চাকরির প্রস্তাব। স্বাভাবিকভাবেই একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির গায়ে হাত তোলায় ‘মহা অন্যায়’ করেছেন। তা ছাড়া যেকোনো একজন ব্যক্তির গায়ে হাত তোলা বা আঘাত করা

ফৌজদারি অপরাধও। তার ওপরে অন্যায়কারী ব্যক্তি যদি হন আইনের মানুষ, তাঁর অপরাধ সমাজ বা মানুষের কাছে আরও বড় হয়ে ধরা দেয়। ফলে তাঁকে সমর্থন করার কিছু নেই। কিন্তু কৃষককন্যার আত্মমর্যাদার প্রশংসা করতেই হয়। সেখানেই তিনি ‘কুইন’। তবে কৃষককন্যা যেন এখানের অনেকের মনোবাসনা পূরণ করলেন। কিন্তু কঙ্গনাকে চড় মারার মনোবাসনা কেন থাকবে মানুষের? বলা যায়, সেটি তিনিই মানুষের ভেতরে ধীরে পয়দা করে দিয়েছেন। বিজেপির চরম জাতীয়তাবাদী ও ধর্মবাদী রাজনীতির ‘পোস্টার গার্ল’ হয়ে উঠেছিলেন যেন তিনি। না হলে তিনি কী করে বলেন, ১৯৪৭ সালে ভারত যে স্বাধীনতা পেয়েছে, সেটা আসলে ভিক্ষার সমান, প্রকৃত স্বাধীনতা এসেছে ২০১৪ সালে! মানে যখন থেকে বিজেপি টানা শাসন শুরু এবং ধীরে ধীরে কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠা। এভাবে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে অপমানজনক বক্তব্য করতে ন্যূনতম দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়ে সেই অঞ্চলকে গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল বিজেপি এবং চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটাল। শুধু তা-ই নয়, দ্য কাশ্মীর ফাইলস নামে প্রোপাগান্ডামূলক সিনেমা বানিয়ে তাঁদের সেই কর্মকাণ্ডকে দুনিয়াবাসীর কাছে বৈধতা আদায়েও সচেষ্ট হলো। আর সেই সিনেমা নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা উঠল, তখনো কঙ্গনা বিজেপি নেতাদের থেকে এক কাঠি সরেস। সিনেমাটি নিয়ে চুপ থাকা বলিউড তারকাদের কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ‘তাদের সময় শেষ!’

নির্বাচনে বিরোধী জোটের দিকে জোয়ার ওঠায় নরেন্দ্র মোদি তখন ভোটের মাঠে নিজের জনপ্রিয়তা ধরে নিজেকে একপ্রকার ঈশ্বরই ঘোষণা করলেন। তবে তারও আগে নিজ আসনে নির্বাচনী জনসভায় কঙ্গনা মোদিকে হিন্দু দেবতা ‘রামের বংশধর’ ঘোষণা দিয়ে বসেন। এর আগে বাবরি মসজিদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত রামমন্দির উদ্বোধনে যোগ দিয়ে কঙ্গনা বলেছিলেন, ‘রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক।’ এভাবে একের পর এক মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছিলেন কঙ্গনা। বিজেপির নেতা-কর্মীরাও চটেছিলেন তাঁর ওপরে মুম্বাইকে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর বলায়। আর কৃষক আন্দোলনে ১০০ রুপির বিনিময়ে নারীরা অংশ নিয়েছিলেন বলে যে মন্তব্য করেছিলেন, সে কারণে শেষমেশ চড়ই খেয়ে বসলেন। শুধু তা-ই নয়, সেসব নারীদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে তিনি নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগের বিখ্যাত দাদি বিলকিস বানুকেও আক্রমণ করেন। এসব মন্তব্যে তিনি অনেক মানুষের মনে আঘাতই দিয়েছেন। অথচ থালাইভিতে তাঁর একটি ডায়ালগ ছিল এমন—এমন কিছু বলুন যা হৃদয় ছুঁয়ে যায় ... এবং যা হৃদয়ে আঘাত করে না। সিনেমাটিতে নারীর অসম্মান নিয়েই সোচ্চার ছিলেন জয়া চরিত্রে অভিনয় করা কঙ্গনা। তামিলনাড়ুর জনপ্রিয় নেত্রী জয়ললিতার বায়োপিক এ সিনেমায় মূল চরিত্রে কঙ্গনার যে ভূমিকা, যে ডায়ালগ—সবই যেন তাঁর ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধেই যায়। তবে একটি জায়গায় মিল বলতেই হবে, জয়ললিতা যেমন সিনেমার হিরোইন থেকে রাজনীতিতে চলে এসেছিলেন, কঙ্গনার ক্ষেত্রেও তা-ই। যদিও দুজনের রাজনীতিতে আসার পথ ও পরিস্থিতি পুরোপুরিই আলাদা। আরও একটি মিল বলা যেতে পারে, সিনেমায় দেখা যায়—বিধানসভায় ধাক্কাধাক্কি-চড়-মারধরে অপমানিত হয়ে জয়া চরিত্রের কঙ্গনা শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেখানে ফেরেন। আর বাস্তবে কঙ্গনা লোকসভার এমপি হয়েই চড়টা খেলেন।

তবে অপমানিত হয়ে ‘জয়া’ হয়ে উঠেছিলেন জনগণের নেত্রী, শুধু তাই নয় ‘আম্মু’ সম্বোধনেই জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই চরিত্রে অভিনয় করা কঙ্গনা এখন কত দূর যাবেন, সেটিই হলো প্রশ্ন। যেভাবে জয়ার মুখে শোনা যায়, ‘এই লড়াইয়ে আমরা পড়ে যেতে পারি, আহত হতে পারি; কিন্তু পিছু হটতে পারি না’, সেই রাজনীতির স্পৃহা কি আদৌ ধারণ করেন কঙ্গনা? কৃষককন্যার চড় তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনকি এটিও হতে পারে, সেই কুলবিন্দরই পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ছাড়িয়ে গেছেন কঙ্গনাকে। ভারতের রাজনীতি তো এমনই বৈচিত্র্য আর বৈপরীত্যে ভরা।

রাফসান গালিব প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী।

প্রথম নজর

নার্সিংহোমের এক্সরে টেকনিশিয়ানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: পেটের যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে যখন নার্সিং হোমে গিয়ে চিকিৎসার জন্য আশ্রয় নেয় তখন এক্সরে টেকনিশিয়ানের শারীরিক লালসার শিকার হয়ে পড়ে এক আদিবাসী মহিলা।সেরূপ আদিবাসী মহিলা রোগীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল মুরারই এলাকায় এক বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার অভিযোগ, পেটের ব্যথা নিয়ে মুরারই নার্সিংহোমে যাওয়া হয় এবং ভর্তি করার আগেই এক্সরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় ছবির উদ্দেশ্যে।সেখানে অর্থাৎ এক্সরে রুমের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে উত্তপ্ত করতে থাকেন এক্সরে টেকনিশিয়ান বলে অভিযোগ।প্রথমেই শারীরিক পরীক্ষার নামে অশালীন আচরণ শুরু করেন পরবর্তীতে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার বীরভূমের মুরারই মেডিকো নার্সিংহোমে। নির্যাতিতা এখনো ভর্তি রয়েছেন নার্সিংহোমে। নির্যাতিতার পরিবারের লোকজন মুরারই থানায় অভিযোগ জানাতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এর আগেও এই ধরনের ঘটনা অনেকবার ঘটেছে আমরা এই ঘটনায় যুক্ত ব্যাক্তির উপযুক্ত শাস্তি চাই।ইতিমধ্যেই মুরারই থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে রবিবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করেন।

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হল নর্থ বেঙ্গল পিপলস পার্টি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার রহাটপুর হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হল করণদিঘী ব্লক কনভেনশন।

নর্থ বেঙ্গল পিপলস পার্টির উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন উত্তরবঙ্গের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত মানুষজন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শাহীদুর রহমান শাহীদুর রহমান জানান উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনা থেকে মুক্ত করতে হবে। এতদিন উত্তরবঙ্গে একটা সার্বজনীন রাজনৈতিক প্লাটফর্ম না থাকায় কেউ তেমনভাবে সংগঠিত হতে পারেনি। আমরা সব জনজাতির মানুষকে নিয়ে নর্থ বেঙ্গল পিপলস পার্টি তৈরি করেছি, যাতে একসঙ্গে লড়াই করতে পারি। শাহীদুর রহমান আরও জানান, বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন কেপিপি, গোর্খারা, নস্যসেখ, রাজবংশী, শেরশাবাদিয়া, সূর্যপুরী, আদিবাসী প্রভৃতি গোষ্ঠী নিজেদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়ছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু তাদের এককভাবে আন্দোলনের কারণে সকলের সমর্থন তারা পাইনি। এই কনভেনশনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ একত্রিত হয়েছেন, যাতে তারা একসঙ্গে লড়াই করতে পারেন। সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ চক্রবর্তী জানান সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি কেউই আমাদের মূল দাবি পূরণ করতে পারবে না। কারণ, দক্ষিণবঙ্গের ৩৪টি আসন হারানোর ভয়ে তারা আমাদের দাবির প্রতি সাড়া দিচ্ছে না। এই কনভেনশনের মাধ্যমে নর্থ বেঙ্গল পিপলস পার্টি উত্তরবঙ্গের মানুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি নতুন দিশা দেখাতে চায়। এই দলে যোগ দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের সকল জনজাতির মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন নর্থ বেঙ্গল পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শাহীদুর রহমান, আহবায়ক দীনেশ চন্দ্র সিংহ, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে সাফাই অভিযান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে সাফাই অভিযান করা হয়। 'আমাদের নদী আমরা পরিষ্কার করবো। আমাদের নদী আমরা নোংরা করবো না।' এই বার্তা কে সামনে রেখে এদিন এই সাফাই অভিযান চলে। এই সাফাই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সভাপতি অমল বসু, নারায়ন দত্ত, বিজন সরকার,সঙ্গীত কুমার দেব, অভিজিৎ ঘোষ, প্রদীপ সাহা, ঝন্টু হালদার, প্রীতম সাহা চৌধুরী। আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে জলে ও জলের কাছাকাছি থাকা প্রতিমার কাঠামো, প্রতিমার পোশাক, প্লাস্টিকের কৌটা, ফুল, অন্যান্য সামগ্রী সরিয়ে অন্য জায়গায়। আশা করা যায় পৌরসভার সাফাই কর্মীরা তা নিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, আত্রেয়ী নদী কেন্দ্রিক সচেতনতা অভিযান শুরু হয় ২০০৬ সালের পর থেকে। ২০১৫ সালে আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলন এবং নদীর কাছে এসো, নদীকে ভালোবাসো এই কর্মসূচী নিয়মিতই চলে। যাতে নদীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা বাড়ে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সভাপতি অমল বসুরা জানান ' একদিনের সাফাইতে নদী চিরতরে পরিষ্কার হবে না। কিন্তু বাসিন্দা হিসাবে আমাদেরও নদীকে ভালো রাখা কর্তব্য। সেইজন্য আজকের কর্মসূচী। আমরা পৌরসভা এবং প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখতে চাই করোনা প্রকোপের আগে যেমন আত্রেয়ীর সদর ঘাট সপ্তাহে দুই দিন পরিষ্কার করা হতো তেমন আবার শুরু হোক।

নির্বাচন মিটে গেলেও আবর্জনা সরানোর নাম নেই বুথ থেকে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: ভোটপর্ব মিটে গেলেও এখনো বহু স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে ভোট পরবর্তী হিংসার কারনে।আর এই বাহিনীর থাকা স্কুলগুলো যেন নরক গুলজার।আর স্কুল খুললে পঠনপাঠন নিয়ে চিন্তায় শিক্ষকেরা।স্কুল চত্বর গুলিতে গেলেই দেখা মিলছে চার দিকে খাবার ও খাবারের প্যাকেট পড়ে আছে। ক্লাসরুমে বেঞ্চ ভাঙা, আবর্জনায় ভর্তি। খারাপ হয়ে গিয়েছে পানীয় জলের কল,পাখা সহ অন্যান্য ইলেকট্রিক সামগ্রী।ভোটপর্বে ব্যবহার করা হয়েছিল একাধিক স্কুল। কিন্তু সেই ভোটপর্ব মিটেগেলেও এখনও নির্বাচনী প্রয়োজনে গড়ে তোলা পরিকাঠামো সরানো হয়নি বহু স্কুল থেকে। ফলে স্কুল খুললে পঠনপাঠন কীভাবে চলবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নির্বাচন মেটার পর এমনই পরিস্থিতি ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া অনেক স্কুলের। কোনও কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য নিজেরাই পরিষ্কার করে নিয়েছেন। যে সব স্কুলে শুধু ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হয়েছিল সেখানকার পরিস্থিতি তুলনায় ভাল। তবে ভোটের জন্য যে সব স্কুলে দীর্ঘ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল, কিংবা যেখানে গণনা কেন্দ্র করা হয়েছিল তাদের পরিস্থিতি রীতিমতো বেহাল।এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের প্রধান শিক্ষক সংগঠণের সম্পাদক চন্দন কুমার মাইতি। তিনি বলেন, রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে স্কুলের বেহাল অবস্থার খবর আসছে। নিজের কৃষ্ণচন্দ্রপুর স্কুল চত্বরের পরিস্থিতিও খুব একটা ভাল নয়।কারণ এই স্কুলে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের গণনা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিলো।তাই প্রশাসনকে বলব দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য।নির্বাচন পর্ব মিটে গেছে এবার স্কুল গুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

ওবিসি রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন করবে সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত ২২ মে লোকসভা নির্বাচন চরাকালীন কলকাতা হাইকোর্ট তার এক রায়ে বলেছিল, তৃণমূল সরকারের আমলে পশ্চিমবাংলার সব ওবিসি শংসাপত্র বাতিল। সেই রায়ের পর বিশেষত সংখ্যালঘু মহলে ব্যাপক শোরগোল হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা বললেও এখনও রাজ্য সরকার না যাওয়ায় এবার সক্রিয় হল মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন। রবিবার শেক্সপিয়ার সরণিতে এক সভাঘরে সখ্যালঘু যুব ফেডারেশন এক সংখ্যালঘু কনভেনশনের ডাক দেয়। ওই সভায় সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সাম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কলকাতা হাইকোর্ট ওবিসি বাতিলের রায় দিয়েছে। কামরুজ্জামান বরেন, সাচার কমিটি কিংবা রঙ্গনাথ কমিশনের রিপোর্টে রাজ্যের সংখ্যালঘুরা পিছিয়ে পড়া জনজাতি বলেছে। তাই তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে বাম আমলে রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ওবিসি ঘোষণা করার যে কাজ শুরু হয়েছিল তা বিকশিত হয়েছে মমতা সরকারের আমলে। কিন্তু রাজ্য সরকারের অবহেলায় হাইকোর্টে উপযুক্ত জবাব বা তথ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারায় ওবিসি বাতিলের দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার যদি যথাযথ আইনজীবী হাইকোর্টে দাঁড় করাতে পারত তাহলে এমন রায় হওয়া দেখতে হত না। তবে কামরুজ্জামান জানান, কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি বাতিলের রায় তাকে অবাক করেছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার নোটিশ জারি করে রাজ্যের মুসলিম বেশ কিছু জনজাতিকে কেন্দ্রী ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট প্রশ্ন না তুললেও রাজ্যের ওবিসি শংসাপত্র বাতিল কররাটা তাকে অবাক করেছে বলে তিনি জানান। ভোট মিটলেও এ নিয়ে রাজ্য সরকারের তৎপরতা না পাওয়া সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের তরফ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে ওবিসি রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন করা হবে বলে সিদ্ধান্তের কথা এদিনের কনফেনশনে ঘোষণা করেন কামরুজ্জামান।

উপস্থিত যুব ফেডারশেনের কর্মকর্তাদের আলোচনাক্রমে এই মর্মে আগামী বৃহস্পতিবার সল্টলেকে রাজ্য অনগ্রসর কমিশনের দফতরে এক ডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিনের এই কনভেনশনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমি, খলিল মল্লিক, গোলাম মোর্তজা, মুহাম্মদ ফাকির, আবদুর রহিম প্রমুখ। এদিন সিদ্ধান্ত হয় ১১ জুলাই প্রতিষ্ঠা দিবসে মূল বিষয় হবে ওবিসি।

ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ সি উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে প্রথম সারিতে উঠে আসা একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সফলদের সংবর্ধিত করা হল রবিবার। পাশাপাশি ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ-সি পদের জন্য নির্বাচিত সফলদের আদর্শ অফিসার হওয়ার পাট দিলেন প্রাক্তন আইএএস শহিদুল ইসলাম। সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) ডব্লিউবিসিএস ২০২১ সালের গ্রুপ-সি'র চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে ভালো সাফল্য পেয়েছে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্রছাত্রীরা। সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে ডব্লিউবিসিএস ২০২১ সি গ্রুপে চূড়ান্তভাবে সফল হওয়া ২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে জয়েন্ট বিডিওতে সফল হয়েছে তিনজন, ল্যান্ড রেভিনিউতে দশজন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার পদে দশজন। উল্লেখ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস ২০২১ সালের পরীক্ষার (এক্সিকিউটিভ) গ্রুপ 'এ' ও 'বি' গ্রুপের ফলাফল অনুযায়ী গ্রুপ-এ ও গ্রুপ বি মিলে মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ১১৬ জন, এর মধ্যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশ থেকে সফল ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩৩ জন। ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ সি পদে চমকপ্রদ সাফল্য পাওয়ায় কলেজস্ট্রিটের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ভোটের জন্য কিছুটা দেরিতে হলেও সফলদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সহিদুল ইসলাম সহ এক ঝাঁক বিশিষ্ট আধিকারিক। এদিন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা সদ্য সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদর্শ অফিসার হওয়ার পরামর্শ দেন। কোন কোন দিকগুলি মেনে চললে একজন ভালো অফিসার হওয়া যায় সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সহিদুল ইসলাম নবনিযুক্তদের ভালবেসে কাজ করতে অনুরোধ করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ রাখা, তাদের ফোন কল রিসিভ করা। কাউকে অযথা বসিয়ে না রেখে দ্রুত তাদের সমস্যা শুনে তা সমাধানের চেষ্টা করা। প্রত্যন্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করা এবং নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করার পরামর্শ দেন সহিদুল সাহেব।

ডব্লিউবিসিএস এর মতো রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরের নিয়োগের পরীক্ষায় একসঙ্গে এই বিপুল সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ায় এক অনন্য নজির সৃষ্টিকারী শামীম সরকারের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে এইবারে জয়েন্ট বিডিওতে সফল প্রার্থীরা হলেন মঞ্জিল দাস, অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। ল্যান্ড এবং ল্যান্ড রিফর্ম অফিসার পদে সফল হয়েছেন রাজেশ মুখার্জি, অতনু সাধু, তারিক জাইদি, তাহাজুল হোসেন, সোহন কুমার নস্কর, শুভজিৎ মণ্ডল।এসিটিওতে সফল প্রিয়তোষ পিপিলী, সপ্তর্ষি ভট্টাচার্জ, হিমেল সাহা, সৌরভ গায়েন, রাকিবুল হক, পরিমল নস্কর, মোহম্মদ শাহবাব আলম, আনিস বেরা, নুরুল হাসান লস্কর, জিগমি লেপচা। এছাড়া ইরিগেশনে সফল হলেন সন্দীপ মাল।

অগ্নি বিধ্বস্ত বাড়ির পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সমাজসেবী

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এক অসহায় দুস্থ পরিবারের বাড়ি তার পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে সাহায্যর আবেদন করলে মিলে শুধু ত্রিপল এমনকি কোনো খাদ্য সামগ্রিক পর্যন্ত মেলেনি। সেই একটা ত্রিপল নিয়ে এসে দুই সন্তান স্বামী স্ত্রী মিলে ত্রিপলের নিজে দিন কাটাচ্ছিল। প্রায় তিন মাস ধরে একাধিক বার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে আশ্বাস ছাড়া কোনো কাজ হয়নি।জুতো সেলাই করেই চলে তাদের সংসার তার উপরে তেমন কাজ নেই বর্তমানে যা অর্থ উপার্জন হয় জুতো সেলাই করে তাতে করে পরিবার নিয়ে দুবেলা দুমুঠো ভাত ভালো ভাবে জোটে না, সেখানে মাথা গোঁজার মত ঘর কিভাবে তৈরি করবে। এমনি ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের অম্বরপুর দাসপাড়া এলাকার এক হতদরিদ্র মুক্তি দাস ও পিয়ালি দাসের পরিবার। সেই পরিবারের এমনি কষ্টের কথা ফোন মারফত জানতে পারে ডোমকলের এক বেসরকারি সংস্থা উদয়ের পথে,তার পরে সেই কথা জানানো হয় ডোমকলের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মানবিক মুখ নামে পরিচিত আব্দুল আলীম বাপি বিশ্বাস ওরফে বাপি দা। খবর পেয়েই ছুটে যায় অসহায় পরিবারের কাছে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে নগদ কিছু অর্থ সাহায্য করার পাশাপাশি নতুন করে ঘর করে দেওয়ার আশ্বাস দেন সেই মত এক সপ্তাহের মধ্যে ঘরের ভিত কেটে ঘরের কাজের সূচনা করেন।

কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে ঘর তৈরি হলে রবিবার দুপুরে জাঁকজমক ভাবে অসহায় দুস্থ পরিবারের সদস্যদের নতুন ঘরের চাবি তুলে দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল আলীম বাপি বিশ্বাস, ডোমকল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পার্থসারথি মজুমদার,সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতে।

বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল আলীম বাপি বিশ্বাস বলেন সত্যি খুবই অসহায় পরিবার অনেক কষ্টের মধ্য দিয়েই দিন যাপন করছিল তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি আনন্দিত গর্বিত। এহেন উদ্যোগে খুশি পিয়ালি দাস ও মুক্তি দাস তারা নতুন ঘর পেয়ে খুবই খুশি।

অরণ্য সপ্তাহে ছাত্রীদের বিতরণ করা হল গাছ

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার শাসনের মিতপুকুরিয়া অগ্রণী সংঘের পরিচালনায় অরণ্য সপ্তাহ পালনের লক্ষ্যে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সবুজ বিপ্লব এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমি পুনরুদ্ধার হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪-এর থিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আধিকারিক থেকে শুরু করে বনকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কর্মাধ্যক্ষ বলেন, দপ্তরের প্রতিটি নিরলস পরিশ্রমের জন্য এত সুন্দর কর্মক্রিয়া চলছে। শাসনের এই মাটিতে একটা সময় সন্ত্রাস চলতো আর এখন শান্তি বিরাজ করছে। সবকিছু সম্ভব হয়েছে মা মাটি মানুষের জন্য। এই সামাজিক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য সুমন গুপ্তা, কর্মাধ্যক্ষ রনজিৎ মন্ডল, শাসন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৌসুমী ঘোষ,সদস্য রমা রায়, নাসিমা বিবি, শিক্ষক রেজাউল করিম,কুশদেব ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, ক্লাবের কর্মকর্তা জয়ন্ত বাবু প্রমুখ। এই অনুষ্ঠান থেকে ছাত্রীদের ছাড়াও সাধারণ মানুষের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

কেন্না গ্রামে তৃণমূলের বিজয় মিছিল

রফিকউদ্দিন মণ্ডল ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার জয়ী প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার। মেমারি ১নং ব্লকের কেন্না নিমো ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজয় উৎসব পালিত হলো। পূর্ব বর্ধমান লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডা.শর্মিলা সরকার ১লক্ষ ৬০হাজার ৫৭২ ভোট জয়ী হয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের প্রতি মাসে লক্ষ্মীভাণ্ডার প্রকল্পে ১০০০টাকা ও ১২০০টাকা দেন। পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা খুব আনন্দিত। এলাকার মানুষ এই জয়িতে খুশি হয়েছেন। মেমারি ১নং ব্লক কমিটির সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জি খুব আনন্দিত। জেলার জয়ি প্রার্থীকে নিয়ে কেন্না গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বৃন্দা নিয়ে বিজয় উৎসব পালিত হলো। কেন্না নিমো ২ নং গ্রাম সদস্য নাজিরা খাতুন সহযোগী মিরু, আসফার হোসেন,আমজাদ হোসেন,সেখ সামসুজ্জোহা, সেখ এহেসান,কর্মী বৃন্দর উদ্যোগে বিজয় মিছিল বের করা হয়। কেন্না দেহুড়া গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বৃন্দারা এই বিজয় উৎসবে মেতে ওঠে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে এ সপ্তাহে

বাবলু প্রামানিক ● কাকদ্বীপ

আপনজন: হাতেগোনা ছটা দিন বাকি তারপরই ইলিশের সন্ধানে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেবে সুন্দরবনের কয়েক হাজার ট্রলার। এই মুহূর্তে চরম ব্যস্ত কাকদ্বীপ, নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জ সহ বিভিন্ন মৎস্যবন্দর গুলি। ট্রলার গুলিতে মাছ ধরার জাল থেকে শুরু করে তেল ও বরফ সহ বিভিন্ন সামগ্রী মজুত করার কাজ চালাচ্ছে মৎস্যজীবীরা। এপ্রিলের ১৪ তারিখ থেকে জুনের ১৪ তারিখ পর্যন্ত ৬১ দিন ব্যান্ড পিরিয়ড থাকে। মুলত এই দুই মাস ইলিশের প্রজনন সময় থাকার কারণে সমস্ত মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে মৎস্যদপ্তর। সেই নিষেধাজ্ঞা উঠতে চলেছে। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন, শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি একেবারেই তুঙ্গে। আর কয়েকটি দিন পরে ভোজন রসিক বাঙালির পাতে আসতে চলেছে ইলিশ মাছ।

বৃক্ষ নিধনের অভিযোগ ডানকুনিতে

সেখ আব্দুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: একশ্রেণির অসাধু চোরাকারবারি বৃক্ষ নিধনে মেতে উঠেছেন এমনই চিত্র দেখা গেল সাতঘরা এলাকায়। বনদপ্তর এবং পৌরসভার অনুমতি ছাড়াই নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন। কবে বন্ধ হবে এই নিধন আদৌ কি আমাদের পৃথিবী আগামী প্রজন্মকে উষ্ণায়ন এবং দূষণ থেকে বাঁচাতে পারবে। কবে জাগবে সাধারণ মানুষ সেই প্রশ্ন রয়েই গেল। আজ বেলা ১১ টার সময় পরিবেশ কর্মী শেখ মামুদ আলীর কাছে খবর আসে ডানকুনি পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড সাতঘোরাতে গাছ কাটা চলছে দ্রুত পৌঁছে গিয়ে পরিদর্শন করেন। জেলাশাসক বনদপ্তর থানা পৌরসভা কে অভিযোগ জানায় ইমেইলের মারফতে। অনুরোধ করেন অপরাধীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার।

বিজেপি অফিসে তালা ক্ষুব্ধ কর্মীদের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগর উত্তর বিজেপির জেলা সভাপতি অপসারণের দাবিতে বিজেপি জেলা কার্যালয় অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।গত চার তারিখে ভোটের ফলাফল প্রকাশ হয় তাতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় পরাজিত হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় বলেন,বিজেপি সাংগঠনিক দুর্বলতা গোষ্ঠী কোন্দল এবং আর্থিক নয়ছয়ের কারণে ভোটে হার হয়েছে।এই খবর জানাজানি হতেই বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।শনিবার দুপুরে কৃষ্ণনগর বিজেপি জেলা কার্যালয় কর্মী সমর্থকরা পার্টি অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। কৃষ্ণনগর উত্তর সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন, প্রার্থী অমৃতা রায়কে ভুল বোঝানো হয়েছে। সমস্ত হিসাব নিকাশ পরবর্তীকালে দেওয়া হবে।

পেলের রেকর্ড ছুঁয়েছেন এনদ্রিক, পেলেকে কি ছাড়িয়ে যেতে পারবেন

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর তলানিতে নেমে গিয়েছিল ব্রাজিলের ফুটবল। একদিকে চলছিল কোচ নিয়ে টানাপোড়েন আর অন্য দিকে মাঠের পারফরম্যান্সে দেখা যাচ্ছিল ভয়াবহ অবনমন। নিজেদের ফুটবল ঐতিহ্যও যেন হারিয়ে বসেছিল তারা। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল, ব্যর্থতায় হাবুডুবু খেতে থাকা দলটি অন্ধকার এই টানেল থেকে বোধহয় আর বেরোতেই পারবে না।

কিন্তু দলটির নাম ব্রাজিল আর ফুটবল তাদের আত্মপরিচয়ের অংশও বটে। খুব বেশি দিন পড়ে পড়ে মার খাওয়ার অভ্যাসও যে তাদের নেই। ফলে ঝিনুকের মতো ভেতরে বিষের বালি নিয়ে মুক্তো ফলানোর স্বপ্নটা ঠিকই দেখে যাচ্ছিল ব্রাজিলিয়ানরা। দরিভাল জুনিয়রের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর সেই স্বপ্নটাই যেন এখন ডানা মেলছে। আর যাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দরিভাল, তাঁদের অন্যতম এনদ্রিক। কিছু দিন আগেও যাঁকে বলা হচ্ছিল ‘বিস্ময়বালক’, তিনিই যেন এখন ব্রাজিলের ফুটবলের বর্তমান, যাঁর পায়ে ঝিমিয়ে পড়া ব্রাজিলের ফুটবল আবার তারুণ্যের উদ্দীপনায় জেগে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে। দরিভালের অধীন এখন পর্যন্ত মাত্র তিন ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল। তিনটি ম্যাচেই এনদ্রিক খেলেছেন বদলি হিসেবে। সব মিলিয়ে মাত্র ৯৩ মিনিটে মাঠে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় থাকা এ তরুণ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মাত্র একটি ম্যাচের সময় মাঠে থাকার সুযোগ পেয়েছেন ১৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার। আর এ সময়ের মধ্যেই তিনি করেছেন তিন গোল, যার সর্বশেষটি করেছেন আজ মেক্সিকোর বিপক্ষে। এর আগে ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে গোল করেই ফুটবল সম্রাট পেলের একটি রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন এনদ্রিক।

পেলের পর এনদ্রিকই ছিলেন একমাত্র ফুটবলার, যিনি ১৮ বছর হওয়ার আগেই পরপর দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেন। তিন বিশ্বকাপজয়ী পেলে এই কীর্তি গড়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। সে সময় আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ের বিপক্ষে পরপর দুই ম্যাচে গোল করেছিলেন তিনবার বিশ্বকাপজয়ী এ মহাতারকা। পেলে অবশ্য এই মাইলফলক গড়েছিলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ১৭ বছর বয়সে টানা তিন ম্যাচে ওয়েলস (কোয়ার্টার ফাইনাল), ফ্রান্স (সেমিফাইনাল) এবং সুইডেনের (ফাইনাল) বিপক্ষে গোল করেছিলেন পেলে।

সেই তিন ম্যাচে ফুটবল-রাজা গোল করেছিলেন ৬টি। ১৯৫৯ সালের মার্চে পেলে যখন কোপা আমেরিকায় গোল করেন, তখন তাঁর বয়স হয়ে যায় ১৮।

ফলে বয়স ১৮ হওয়ার আগে টানা তিন ম্যাচে গোল করায় পেলেকে ছুঁতে হলে, আজ এনদ্রিককে গোল করতেই হতো।

জুলাইয়ের ২১ তারিখেই যে ১৭ পেরিয়ে ১৮তে পৌঁছে যাবেন এ তরুণ ফুটবলার।

আর শেষ মুহূর্তে গোল করে পেলের সেই কীর্তিকে ঠিকই ছুঁয়ে ফেলেছেন এনদ্রিক।

এখন তাঁর সামনে সুযোগ আছে টানা চার ম্যাচে গোল করে আরও ওপরে ওঠার, পেলেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। আগামী ১৩ জুন ব্রাজিল পরের ম্যাচ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে।

পাকিস্তানকে চূর্ণ করে দুর্দান্ত জয় ভারতের

আপনজন ডেস্ক: স্কোরবোর্ডে মাত্র ১১৯ রান। সেটা নিয়েই ভারতের বোলাররা শেষ ওভারে সমীকরণ নিয়ে আসেন ৬ বলে ১৮ রানে। পাকিস্তানের শেষ ভরসা ইমাদ ওয়াসিম তখন ক্রিজে। কিন্তু ভারতের পেসার অর্শদীপ সিংয়ের করা শেষ ওভারের প্রথম বলেই ইমাদ কট বিহাইন্ড হলে সম্ভাবনার পাল্লা অনেকটাই হেলে পড়ে ভারতের দিকে।

শেষের দিকে নাসিম শাহ দুটি বাউন্ডারিতে শুধু পরাজয়ের ব্যবধানটাই কমিয়েছেন। শেষ ওভারে ১১ রান নিলে পাকিস্তানের ইনিংস থামে ৭ উইকেটে ১১৩ রানে। শেষ পর্যন্ত ৬ রানে পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত।

ছোট্ট রান তাড়ায় যে দুজন ব্যাটসম্যানকে ইনিংসের শুরুতে চাইবেন, পাকিস্তান দলে আছেন তাঁরাই। বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান উদ্বোধনী জুটিতে দেখেশুনে খেলবেন। ঝুঁকিহীন ব্যাটিংয়ে রান বাড়াবেন স্বাচ্ছন্দ্যে। আজ দুজন মিলে ২৬ রানের জুটি গড়ে ঠিক তাই করলেন।

বুমরা এসে দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বাবরকে স্লিপের ক্যাচে পরিণত করলেও রিজওয়ান টিকে থেকে উসমান খানের সঙ্গে আরও একটি জুটি (৩১) গড়েন। ইনিংসের ১১তম ওভারে অক্ষর প্যাটেলের বলে এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়েন উসমান (১৩)। চারে নামা ফখর জামান ৮ বলে ১৩ রানের ক্যামিও খেলে আউট হলেও রিজওয়ান টিকে থাকায় ম্যাচটাকে পাকিস্তানেরই মনে হচ্ছিল।

বিপদটা ঘটে বুমরার করা ১৫তম ওভারে। ভারতের এক নম্বর বোলারের দ্বিতীয় স্পেলের প্রথম বলেই আড়াআড়ি ব্যাটে লেগের দিকে মারার চেষ্টা করেন রিজওয়ান। কিন্তু লেংথ থেকে নিচু হয়ে আসা বলে রিজওয়ান বোল্ড হলে ম্যাচের ছবিটা পাল্টে যায়। ৪৪ বলে ৩১ রানে থামে রিজওয়ানের ইনিংস। পরের ওভারে শাদাব খানকে ফেরান হার্দিক পান্ডিয়া।

ইমাদ ওয়াসিম শেষ ওভার পর্যন্ত টিকে ছিলেন, কিন্তু ২৩ বলে ১৫ রানে থামে তার ইনিংস। তাঁর বিদায়ে পাকিস্তানের জয়ের আশাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শেষের দিকে নাসিম শাহ ও শাহিন শাহ আফ্রিদি শুধু পরাজয়ের ব্যবধান কমিয়েছেন। ভারতের হয়ে সেরা বোলার ছিলেন মাত্র ১৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেওয়া বুমরা। এর আগে বৃষ্টির কারণে খেলা শুরু হয় ৫০ মিনিট দেরিতে। পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবরের ভাগ্য ভালো, ওভারকাস্ট কন্ডিশনে তিনি মহাগুরুত্বপূর্ণ টস জিতেছেন।

এরপর নতুন বলটা তুলে দেন শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শাহর হাতে।

নাসিমের করা দ্বিতীয় ওভারেই কাভারে ক্যাচ তোলেন বিরাট কোহলি। এক বাউন্ডারিতে ৩ বলে ৪ রানে থামে কোহলির ইনিংস। শাহিনের করা পরের ওভারে রোহিত লেগের দিকে তুলে মারতে গিয়ে স্কয়ার লেগে থাকা হারিস রউফের হাতে ক্যাচ তোলেন। তাতে ১২ বলে ১৩ রানে থামে রোহিতের ইনিংস।

ঋষভ পন্ত টিকে থাকায় রক্ষা। ১৯ রানে ২ উইকেট হারানোর ভারতের রান বাড়ানোর কাজটা করেন এই বাঁহাতি। প্রতি আক্রমণের পথ বেছে নিয়ে প্রথমে অক্ষর প্যাটেল ও পরে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে দুটি ত্রিশ ছাড়ানো জুটি গড়েন।

অক্ষর ১৮ বলে ২০ রান করে নাসিমের বলে বোল্ড হন, ৭ রান করা সূর্যকুমারকে থামিয়েছেন হারিস। মাঝের ওভারে দুই উইকেট হারালেও পন্ত থাকায় লড়াই করার মতো রানের আশা ছিল ভারতের। কিন্তু নাসিম, হাসিবের পর আমির উইকেট শিকারে যোগ দেওয়ায় তা হয়নি।

১৪তম ওভারে শিবম দুবের উইকেট নিয়ে ভারতের বিপদ বাড়ান নাসিম, আমির ১৫তম ওভারে এসে জোড়া আঘাত হানেন। ওভারের প্রথম বলে পন্ত তুলে মারতে গিয়ে মিড অনে ক্যাচ তোলেন, পরের বলে কাভারে ক্যাচ আউট রবীন্দ্র জাদেজা।

ভারতের রান তখন ৭ উইকেটে ৯৬, সেখান থেকে টেনেটুনে ইনিংসটাকে ১৯তম ওভার পর্যন্ত নিতে পেরেছে ভারতের লোয়ার অর্ডার, সব উইকেট হারিয়ে রান করেছে মাত্র ১১৯।

পাকিস্তানের হয়ে ৩টি করে উইকেট নিয়েছে নাসিম ও হারিস, আমিরের শিকার ২ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত: ১৯ ওভারে ১১৯ অলআউট (পন্ত ৪২, অক্ষর ২০, রোহিত ১৩; নাসিম ৩/২১, রউফ ৩/২১, আমির ২/২৩, আফ্রিদি ১/২৯)।

পাকিস্তান: ২০ ওভারে ১১৩/৭ (রিজওয়ান ৩১, ইমাদ ১৫, ফখর ১৩, বাবর ১৩, উসমান ১৩; বুমরা ৩/১৪, পান্ডিয়া ২/২৪, অক্ষর ১/১১, অর্শদীপ ১/৩১)।

ফল: ভারত ৬ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: যশপ্রীত বুমরা।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

নিউজিল্যান্ড: হিসাবে রাখতেই হবে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব আসরে ‘ডার্ক হর্স’ তকমা নিউজিল্যান্ডের জন্য অপরিচিত নয়। কিন্তু দিন শেষে সবচেয়ে ধারাবাহিক দলগুলোর ছোট তালিকাতেই থাকে তারা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও ব্যতিক্রম নয়। শুধু ট্রফিটাই ছুঁয়ে দেখা হয়নি তাদের। সর্বশেষ তিনটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলা একমাত্র দল নিউজিল্যান্ড। এর মধ্যে ২০২১ সালে ফিরতে হয়েছে রানার্সআপ হয়ে। সেটাই এখন পর্যন্ত দলটির সেরা অর্জন।

এবারও ফেবারিট তকমা হয়তো সেভাবে নেই, তবে ভারসাম্যপূর্ণ দলটিকে কেউ হিসাবের বাইরে রাখতে চাইবেন না। নিউজিল্যান্ডের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন উইলিয়ামসন। চোট, বিশ্রাম আর পিতৃত্বকালীন ছুটি মিলিয়ে অবশ্য দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে দূরে ছিলেন। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর নিউজিল্যান্ডের প্রথম ৩৫টি টি-টোয়েন্টির মধ্যে মাত্র দুটিতে খেলেছিলেন উইলিয়ামসন।

দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিউই নির্বাচকেরা যে অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, সেটা সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সঙ্গে এবারের দলটিকে মেলালেই বোঝা যায়। গত আসরের দল থেকে বাদ পড়েছেন মাত্র দুজন—মার্টিন গাপটিল আর অ্যাডাম মি। তাঁদের জায়গায় সুযোগ পাওয়া রাচিন রবীন্দ্র ও ম্যাট হেনরির এটাই হতে চলেছে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

১৫ সদস্যের দলে সবচেয়ে অভিজ্ঞ টিম সাউদি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক সাউদি খেলবেন সপ্তম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অন্যদিকে সাউদির দীর্ঘদিনের বোলিং সঙ্গী ট্রেন্ট বোল্টের এটি হবে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সাউদি-বোল্ট জুটির সঙ্গে লকি ফার্গুসন ও ম্যাট হেনরিকে নিয়ে গড়া পেস আক্রমণ যেকোনো দলকে ঝামেলায় ফেলতে পারে। দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডার জিমি নিশাম ও ড্যারিল মিচেলও ক্যারিবীয় কন্ডিশনে কার্যকরী হতে পারেন। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার ও গ্লেন ফিলিপসও বেশ ধারাবাহিক। ছন্দে আছেন লেগ স্পিনার ইশ সোধিও। চোটের কারণে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ মিস করা আরেক স্পিন অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েলও দলে ফিরেছেন। শীর্ষ সারির ক্রিকেটাররা আইপিএলে ব্যস্ত থাকায় গত এপ্রিলে পাকিস্তান সফরে যায় দ্বিতীয় সারির দল, তাতে নেতৃত্ব দেন ব্রেসওয়েলই। পূর্ণ শক্তির পাকিস্তানের বিপক্ষে সে সিরিজ ড্র করে নিউজিল্যান্ড।

ব্যাটিং লাইনআপও বেশ শক্তিশালী। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে উড়ন্ত শুরু এনে দিতে পারেন ফিন অ্যালেন। রবীন্দ্রও পাওয়ারপ্লের সুবিধা কাজে লাগিয়ে দ্রুত রান তুলতে পারেন। চোটের কারণে আইপিএল মিস করা ডেভন কনওয়ে ফিরবেন বিশ্বকাপ দিয়ে। দলের প্রথম পছন্দের উইকেটকিপারও কনওয়ে। টপ অর্ডার ব্যর্থ হলে মিডল অর্ডারে দলের হাল ধরতে আছেন উইলিয়ামসন ও মিচেল। শেষ দিকে মার্ক চ্যাপম্যান, ফিলিপস, নিশামরা বদলে দিতে পারেন ম্যাচের গতিপথ। সাম্প্রতিক সময়ে ফিনিশারের ভূমিকায় দারুণ করেছেন চ্যাপম্যান, যা নিউজিল্যান্ডের জন্য বাড়তি পাওনা।

স্কোয়াড

কেইন উইলিয়ামসন
অধিনায়ক, ব্যাটসম্যান
টিম সাউদি
ডানহাতি পেসার
ট্রেন্ট বোল্ট
বাঁহাতি পেসার
ফিন অ্যালেন
ব্যাটসম্যান
মাইকেল ব্রেসওয়েল
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
মার্ক চ্যাপম্যান
অলরাউন্ডার
ডেভন কনওয়ে
উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান
লকি ফার্গুসন
ডানহাতি পেসার
ম্যাট হেনরি
ডানহাতি পেসার
ডেরিল মিচেল
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
জিমি নিশাম
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
গ্লেন ফিলিপস
অলরাউন্ডার
রাচিন রবীন্দ্র
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
মিচেল স্যান্টনার
বাঁহাতি স্পিনার
ইশ সোধি
লেগ স্পিনার

রোনালদো-মদরিচের পুনর্মিলনের মূল্য ‘হাজার গোলের সমান’

আপনজন ডেস্ক: ইউরোর আগে প্রীতি ম্যাচে নিজেদের প্রস্তুতি সারছে দলগুলো। সে ধারাবাহিকতায় পর্তুগালে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। তবে দুই দলের লড়াই ছাপিয়ে সবার চোখ ছিল এক সময়ের দুই সতীর্থ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লুকা মদরিচের পুনর্মিলনের দিকে।

ম্যাচ শেষে দুজনের একে অপরকে জড়িয়ে ধরার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ভাইরালও হয়েছে। মাঠে অবশ্য একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁদের। বেঞ্চে থাকা রোনালদো যে মাঠেই নামেননি। রোনালদোহীন পর্তুগালের বিপক্ষে ক্রোয়েশিয়া এদিন ম্যাচ জিতেছে ২-১ গোলে। ক্রোয়াটদের জয়ে গোল করেছেন মদরিচ। তাঁর পেনাল্টি গোলেই ম্যাচের ৮ মিনিটে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। বিরতির পর পর্তুগালকে সমতায় ফেরান দিয়েগো জোতা। তবে ৫৬ মিনিটে আন্তে বুদিমিরের গোলটিই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে ক্রোয়েশিয়া।

ম্যাচ শেষে এদিন একসঙ্গে দেখা যায় রোনালদো ও মদরিচকে। রিয়াল মাদ্রিদে লম্বা সময় একসঙ্গে খেলেছেন তাঁরা। লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগসহ একাধিক ট্রফিও জিতেছেন তাঁরা। এমনকি রিয়ালের হয়ে দুজনই জিতেছেন ব্যালন ডি’অর। এই দুই তারকার পুনর্মিলন ভক্ত-সমর্থকদেরও উপহার দিয়েছে দারুণ একটি মুহূর্ত।

দলবদল বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে দুজনের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ম্যাচের শেষে লুকা মদরিচ ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিশেষ মুহূর্ত। কিংবদন্তি।’

অন্য এক এক ভক্ত মদরিচ-রোনালদোর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এককথাই আইকনিক। এই ছবির মূল্য হাজারটি গোলের সমান।’ অন্য এক ভক্ত লিখেছেন, ‘তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কী কথা বলছেন? তাঁরা কি পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণা করছেন?’

একই রাতে অন্য প্রীতি ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে স্পেন। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে অবশ্য গোল খেয়ে পিছিয়েই পড়েছিল স্পেন। তবে এরপর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় স্প্যানিশরা।

৩৫ মিনিটের মধ্যেই ৪-১ গোলের লিড নেয় দে লা ফুয়েন্তের দল। পেদ্রি করেন জোড়া গোল। অন্য গোল দুটি আসে আলভারো মোরাতা এবং ফ্যাবিয়ান রুইজের কাছ থেকে। আর বিরতির পর মিকেল অয়ারজাবাল করেন স্পেনের হয়ে পঞ্চম গোলটি।

উগান্ডাকে হেলায় হারাল ইন্ডিজ

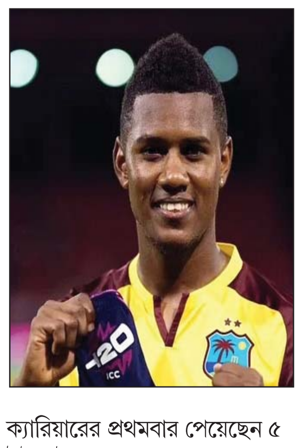

আপনজন ডেস্ক: উগান্ডার স্বপ্নের মুহূর্ত বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না! গত ম্যাচেই পাপুয়া নিউগিনিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে প্রথম জয় পেয়েছিল দলটি। দুই দিন পর কঠিন বাস্তবতা টের পেল তারা। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে পড়ে ভুলে যাওয়ার মতো একটি রেকর্ড গড়েছে উগান্ডা।

গায়ানায় প্রোভিডেন্স স্টেডিয়ামে ১৭৪ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে উগান্ডা গুটিয়ে গেছে মাত্র ৩৯ রানে, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোনো দলের যৌথভাবে সর্বনিম্ন সংগ্রহ। এর আগে এই তালিকায় একাই শীর্ষে ছিল নেদারল্যান্ডস। ২০১৪ সালে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩৯ রানে অলআউট হয়েছিল ডাচরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে ১৩৪ রানে। এটি বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের জয়। সবচেয়ে বেশি রানের জয়টি শ্রীলঙ্কার। ২০০৭ বিশ্বকাপে কেনিয়াকে ১৭২ রানে হারিয়েছিল তারা।

উগান্ডাকে নিয়ে মূলত ছেলেখেলা করেছেন স্পিনার আকিল হোসেন। বাঁহাতি এই স্পিনার টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথমবার পেয়েছেন ৫ উইকেট। ৪ ওভারে মাত্র ১১ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন আকিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোনো বোলারের প্রথম ৫ উইকেট।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটি ষষ্ঠ সেরা বোলিং ফিগার। আকিল ইনিংসের প্রথম ৭ ওভারের মধ্যেই ৫ উইকেট পেয়েছেন। তাঁর স্টাম্প বরাবর করা বলগুলোর কোনো উত্তর ছিল না উগান্ডার ব্যাটসম্যানদের কাছে। তাঁর ৫টি উইকেটের ৩টি এলবিডব্লিউ, ২টি বোল্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকি বোলাররা আকিলকে শুধু সঙ্গ দিয়েছেন। রোমারিও শেফার্ড, আন্দ্রে রাসেল, গুড়াকেশ মোতি একটি করে উইকেট নিয়েছেন। আলজারি জোসেফ নিয়েছেন ২ উইকেট।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভালো শুরু এনে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার। ব্রেন্ডন কিং ও জনসন চার্লস গড়েন ২৭ বলে ৪১ রানের জুটি। কিং করেন ৮ বলে ১৩ রান। চার্লস করেছেন ৪২ বলে ৪৪। ব্যাটিং অনুশীলনটা ভালোই করেছেন নিকোলাস পুরান-রাসেলরা।

পুরান করেছেন ১৭ বলে ২২ রান, অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল ১৮ বলে ২৩। রাসেল অপরাজিত ছিলেন ১৭ বলে ৩০ রানে।

এ নিয়ে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম দুটি ম্যাচেই জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এর আগে তারা জিতেছিল পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে। যদিও এরপরও তারা গ্রুপ সির শীর্ষ দল নয়। দুই জয় আর তাদের চেয়ে ভালো রানরেটে নিয়ে শীর্ষে আছে আফগানিস্তান।

কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা নিয়ে কটাক্ষ

আপনজন ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ, অথচ বিরাট কোহলি-বাবর আজমকে নিয়ে আলোচনা হবে না, তা কীভাবে হয়!

আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরেও কোহলি-বাবর যথারীতি আলোচনায়। যেমনটা ক্রিকেটীয় সামর্থ্য আর অর্জনে কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা হয়ে থাকে প্রায়ই। তবে পাকিস্তানের এক ক্রিকেটারের মতে, কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনাই হয় না। তুলনা দূরে থাক, পাকিস্তানের বর্তমান অধিনায়ক ভারতের সাবেক অধিনায়কের জুতোর সমানও নয় বলে চাঁচাছোলা মন্তব্য তাঁর।

বাবরকে ঘিরে রূঢ় ভাষার এই মন্তব্যটি করেছেন দানিশ কানেরিয়া। পাকিস্তানের হয়ে ৬১টি টেস্ট ও ১৮টি ওয়ানডে খেলা এই লেগ স্পিনারের মতে, তাঁর দেশ এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে সিরিয়াসই নয়। যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি কাটাচ্ছেন বাবররা। পাকিস্তানের হয়ে ২০১০ সালে সর্বশেষ খেলা কানেরিয়া অনেক দিন ধরেই পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কঠোর সমালোচক। বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ভারতীয় বার্তা সংস্থা আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কানেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে পাকিস্তানের সুপার ওভার ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে বাবরকে কাঠগড়ায় তোলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের বোলাররা ওকে আটকে রেখেছিল, খেলতে পারছিল না। ৪০-এর মতো রান করার পরপরই আউট হয়ে গেল। অথচ ওর টিকে থাকা দরকার ছিল। ম্যাচটা পাকিস্তানের সহজভাবেই জেতা উচিত ছিল।’

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আমতায় দিবারাত্রি ব্যাপী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন

আপনজন: প্রখর দাবদাবহেও উপেক্ষা করে দ্বিতীয় বর্ষের মান্দারিয়া শিশুতীর্থ ক্লাবের পরিচালনায় ১৬ দলীয় দিবারাত্রী ব্যাপী পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল আমতার মান্দারিয়ার মাঠে।

খেলা শুরু হওয়ার প্রারম্ভে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিরবতা পালন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যম দিয়ে খেলার সূচনা হয়।

খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দাবারু অতনু লাহেরী, কলকাতার স্বনামধন্য ফুটবলার তরুণ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী তপন কুমার বাগ।

ক্লাবের সম্পাদক কল্যাণ ভৌমিক জানান,দ্বিতীয় বর্ষের খেলায়

উইনার্স দলকে নগদ ৫০ হাজার সহ ট্রফি।এবং রানার্স দলের টিম-কে নগদ ৪০ হাজার সহ ট্রফি তুলে দেওয়াহবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**